Subho Din Matrimony
REGISTER NOW!
জীবন সাথী খুঁজে পেতে এখন আর কোনো চাপ নয়
Visit করুন Subho Din Matrimony
খুঁজে নিন আপনার পছন্দের Partner
Call - 9233506228
www.subhodinmatrimony.com

খবরে প্রতিবাদ

www.khabarepratibad.com

Subho Din Matrimony
REGISTER NOW!
জীবন সাথী খুঁজে পেতে এখন আর কোনো চাপ নয়
Visit করুন Subho Din Matrimony
খুঁজে নিন আপনার পছন্দের Partner
Call - 9233506228
www.subhodinmatrimony.com

Khabare Pratibad ● Agartala ● 3 rd Year ● Issue - 80 (Morning Weekly) ● RNI No -TRIBEN/2023/88193 ● Friday, 27 February, 2026 ● ১৪ ফাল্গুন, শুক্রবার, ১৪৩২ বাং ● ফোন: 6009513751 ● Email :khabarepratibadofficial@gmail.com ● মূল্য: ৩টাকা ● Page 4

কাজ ও উন্নয়নের নিরিখে ভারতীয় জনতা পার্টিকে চাইছেন মানুষ: মুখ্যমন্ত্রী

খবরে প্রতিবাদ, ২৬ ফেব্রুয়ারি।। মানুষের জন্য কাজ করা সরকারের অন্যতম উদ্দেশ্য। রাজ্যের বর্তমান সরকার সকল অংশের মানুষের উন্নয়নে কাজ করছে। কাজ ও উন্নয়নের নিরিখে ভারতীয় জনতা পার্টিকে চাইছেন মানুষ। আর আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে ভারতের অর্থনীতি বিশ্বের মধ্যে তৃতীয় স্থানে চলে আসবে। আজ আগরতলার শিশু উদ্যানে বিকশিত ভারত, বিকশিত ত্রিপুরা প্রদর্শনী ও মেলার উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, ২০৪৭ সালে আমাদের দেশের স্বাধীনতার ১০০ বছর পূর্ণ হবে। সেই দিশায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বিকশিত ভারত ২০৪৭ এর টার্গেট দিয়েছেন। অর্থাৎ এই সময়ের মধ্যে ভারতকে উন্নত দেশ হতে হবে। আর এই লক্ষ্যকে বাস্তবায়নের জন্য এখন সারা ভারতবর্ষে সবাই মিলে কাজ করছে। প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তের প্রতি মানুষের আস্থা, বিশ্বাস রয়েছে। আমাদের রাজ্যও বিকশিত ভারত এর একটা গুরুত্বপূর্ন অংশ। এজন্য বিকশিত ত্রিপুরা এর রোডম্যাপ তৈরির ক্ষেত্রে আমরা দেশের ২৮টি রাজ্যের মধ্যে পঞ্চম স্থানে চলে আসি। যথারীতি কাজও শুরু হয়েছে আমাদের।

মুখ্যমন্ত্রী আলোচনায় বলেন, সামরিক দিক দিয়ে দেশ শক্তিশালী হলে কাজ করতেও সুবিধা হবে। ভারত কখনো আগে কাউকে আক্রমণ করে না। সেটা ইতিহাস বলে। এবারের বাজেটে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে বিপুল বরাদ্দ রাখা হয়েছে। শান্তিতে কাজ করতে পারলেই বিকশিত ভারত গড়ে তোলা সম্ভব হবে। তাই আমাদের শক্তিশালী থাকতে হবে, কাজ করতে হবে, পরিকাঠামো উন্নয়ন করতে হবে, সব মানুষের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করতে হবে, লাখপতি দিদি তৈরি করতে হবে। সবাই মিলে কাজ করলেই সেসব সম্ভবপর হবে। প্রধানমন্ত্রী আমাদের যে স্বপ্ন দেখিয়েছেন সেটা বাস্তবায়িত হবে। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদি দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে এখন অবধি ভারতবর্ষের অর্থনীতি ১১তম স্থান থেকে পঞ্চম হয়ে চতুর্থ স্থানে চলে এসেছে। হিসেব অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে দেশের অর্থনীতি বিশ্বের মধ্যে তৃতীয় স্থানে চলে আসবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মানুষ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চাইছেন। কাজ ও উন্নয়নের নিরিখে মানুষ ভারতীয় জনতা পার্টিকে চাইছেন। প্রধানমন্ত্রী দেশকে ক্রমশ সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। আজ ত্রিপুরায় দেশের মধ্যে প্রথম বারের মতো স্টেট ইনোভেশন মিশন এর সূচনা হয়েছে। এজন্য ত্রিপুরায় এসেছেন নীতি আয়োগের ভাইস চেয়ারম্যান। মূলত, উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনায় কিভাবে আরো সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া যায় সেই লক্ষ্যে এই মিশনের পথচলা শুরু হয়েছে। এজন্য যাবতীয় সহযোগিতা প্রদান করবে সরকার।

বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা আরো বলেন, যেকোন সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি ঐতিহ্য পরম্পরা বজায় রাখার জন্য এই সরকার কাজ করছে। সরকার পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। এক্ষেত্রে ধর্মীয় পর্যটনের উপরও নজর দেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরায় এখন আইন শৃঙ্খলা বেশ ভালো রয়েছে। অপরাধের হার বিগত সময়ের তুলনায় এখন অনেক কমেছে রাজ্যে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রতিটি মানুষের রাজ্যের যেকোন জায়গায় যাওয়ার অধিকার রয়েছে। তাই হুমকি ধমকি দিয়ে কোন কাজ হবে না। আর নাটকবাজ অনেক রয়েছে। এসব নাটকবাজদের জন্য মুম্বাইয়ে সিট খালি রয়েছে। আমাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের জন্য কাজ করা।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার সদস্য রাজীব ভট্টাচার্য, আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, মেলার আয়োজক তরুণ জৈন, শ্রীহরি খাদি গ্রামোদ্যোগ বিকাশ সংস্থার প্রেসিডেন্ট অঞ্জু গুপ্তা সহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

বিজেপি কে সহ্য করাই দায় হয়ে উঠেছে মথার

খবরে প্রতিবাদ, ২৬ ফেব্রুয়ারি।। *তিপ্রা মথার এক কর্মীর বেধড়ক মারে গুরুতর জখম বিজেপির এক দেবতুল্য কার্যকর্তা। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার রাতে বিশ্রামগঞ্জ বাজার সন্নিকটে। ঘটনার তীব্র ধিক্কার জানিয়ে পরদিনই সাংবাদিক বৈঠক ডাকলেন বিজেপির কর্মীরা। বলা বাহুল্য, রাজ্যে শাসক বিজেপি ও শরিক তিপ্রা মথার মধ্যেকার ফাটল এখন কারো অজানা বিষয় নয়। উভয় দলের প্রধান একে অপরকে সুযোগ বুঝে মঞ্চে ময়দানে তোপ দাগতেও একেবারেই ভোলেন না। এরই মাঝে তৃনমূল স্তরের কর্মীরাও একে অপরের নাকের ডগায় শ্বাসরুদ্ধ করে রাখতে চাইছে। এডিসি ভোট এগিয়ে আসতেই এক দল অপর দলের কর্মীদের ধুলো চাটাতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। যেন কত কালের ক্ষোভ আক্ষেপ আক্রোশ জমা ছিল এদের। এতটা ক্ষোভ হয়তো বিরোধী বামেদের জন্যেও জাহির করা হয়নি। বর্তমানে এতটাই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি বিজেপি ও মথার। প্রসঙ্গত, বুধবার রাতে বিজেপির এক কর্মী রঞ্জিত দেববর্মা কে রাস্তার মাঝে আটকে সঞ্জয় দেব বর্মা বয়স ৩৫, সুজিত দেববর্মা উরফে পলিং জে কিনা আবার এলাকার উগ্রবাদি বলে পরিচিত, রতন কিশোর দেববর্মা ও আরও এক এটিটিএফ এর প্রাক্তন সদস্য নাকি সম্মিলিত ভাবে আক্রমন করে। এতে রঞ্জিত দেববর্মার হাতে গুরুতর চোট লাগে। অভিযোগ তাদের মধ্যে এক জনের বিরুদ্ধে বিশ্রামগঞ্জ ও বিশালগড় থানায় একাধিক মামলা রুজু আছে। কিন্তু পুলিশ কোনোভাবেই তাকে গ্রেফতার করছে না। বর্তমান সরকারের আমলে এহেন ভূমিকা দেখে হতাশা ব্যক্ত করেন বিজেপি কর্মীরা। তাদের একটাই দাবী অভিযুক্তরা সকলেই তিপ্রা মথার সদস্য এবং তাদের প্রত্যেক কে যাতে গ্রেফতার করে আইনানুগ ভাবে সাঁজা দেওয়া হয়। ইদানিং কালে বিশ্রামগঞ্জে তিপ্রাসাদের একটা বিরাট অংশ বিজেপির সরকারের বেশ কিছু সিদ্ধান্তে ব্যপক আপত্তি জাহির করে আন্দোলন করেছেন। তার মধ্যে এডিসি এলাকা গুলোকে নগর পঞ্চায়েত ভুক্ত করা অন্যতম কারণ। এছারাও বিজেপি সরকার এডিসির উন্নয়নে কোনো কাজ করছে না এই অভিযোগ বরাবরই তুলছে মথা। সার্বিক ভাবে দাবী দাওয়া অপূর্ণ থাকার ক্ষোভই এখন উগড়ে দিচ্ছে মথার কর্মীরা। এমনটাই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।*

মন্ত্রিসভার বৈঠকে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গৃহীত

ছাত্রছাত্রীদের দৈনিক স্টাইপেন্ড ১০০ টাকা করা হয়েছে: পর্যটনমন্ত্রী

খবরে প্রতিবাদ, ২৬ ফেব্রুয়ারি।। রাজস্ব দপ্তরের অধীনে ৬ জন অ্যাসিস্টেন্ট সার্ভে অফিসার এবং ১০ জন রেভিনিউ ইন্সপেক্টর নিয়োগ করা হবে। এছাড়া স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের অধীনে ৩২ জন জুনিয়র ড্রাইভার পদে নিয়োগ করা হবে। আজ সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে গতকাল মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত সম্পর্কে জানাতে গিয়ে একথা বলেন পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

সাংবাদিক সম্মেলনে পর্যটনমন্ত্রী জানান, রাজস্ব দপ্তরের অধীনে অ্যাসিস্টেন্ট সার্ভে অফিসার এবং রেভিনিউ ইন্সপেক্টর পদে টি.পি.এস.সি.''র মাধ্যমে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। তাছাড়া জুনিয়র ড্রাইভার পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া পরিবহণ দপ্তরের মাধ্যমে সরাসরি সম্পন্ন করা হবে। গতকালের মন্ত্রিসভার অন্যান্য সিদ্ধান্ত সম্পর্কে জানাতে গিয়ে তিনি বলেন, তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের অধীনে রাজ্যের সকল আবাসিক হোস্টেলগুলিতে থাকা ছাত্রছাত্রীদের দৈনিক স্টাইপেন্ড ৮০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০০ টাকা করা হয়েছে। এরফলে রাজ্য সরকার পরিচালিত ৩৩টি বালক, ২২টি বালিকা হোস্টেল এবং ১টি এন.জি.ও. পরিচালিত হোস্টেলের মোট ৭১২ জন ছাত্রছাত্রী উপকৃত হবে।

সাংবাদিক সম্মেলনে পর্যটনমন্ত্রী আরও বলেন, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটে সর্বভারতীয় স্তরের বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলিতে রাজ্যের ছাত্রছাত্রীরা যাতে আরও বেশি পরিমাণে অংশগ্রহণ করতে পারে তার জন্য সম্পূর্ণ সরকারি উদ্যোগে বিনামূল্যের কোচিং সেন্টার খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

গতকালের মন্ত্রিসভায় আগরতলা, আমবাসা এবং উদয়পুরে এ ধরনের কোচিং সেন্টার খোলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এক্ষেত্রে আগরতলা বীরচন্দ্র স্টেট সেন্ট্রাল লাইব্রেরির নতুন ভবনে ইউ.পি.এস.সি. পরীক্ষার জন্য কোচিং সেন্টার খোলা হবে। ইউ.পি.এস.সি.''র এই কোচিং নেওয়ার সময়সীমা ১২ মাস। প্রত্যেক সপ্তাহে মোট ২০ ঘন্টা ক্লাস নেওয়া হবে। তাছাড়া এস.এস.সি, আর.আর.বি. এবং আই.বি.পি.এস পরীক্ষার কোচিং সেন্টার যথাক্রমে আমবাসার জি.ডি.সি.''তে এবং উদয়পুরে নেতাজি সুভাষ সরকারি মহাবিদ্যালয়ে শুরু করা হবে। এক্ষেত্রে কোচিং নেওয়ার সময়সীমা হবে ৬ মাস এবং সপ্তাহে মোট ২৪ ঘন্টা ক্লাস করানো হবে। আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকেই উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধীনে এই কর্মসূচি পরিচালিত হবে। এক্ষেত্রে মেধার ভিত্তিতে ছাত্রছাত্রীদের নির্বাচিত করা হবে। রাজ্যের স্থায়ী বাসিন্দা ছাত্রছাত্রীরাই এই সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে। প্রতিটি সেন্টারে সর্বোচ্চ ১০০ জন ছাত্রছাত্রী কোচিং নিতে পারবে।সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি আরও বলেন, কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের অধীনে নতুন স্কিম নারী আদালত রাজ্যের ১০টি পঞ্চায়েতে পাইলট প্রজেক্ট হিসাবে চালু করার সিদ্ধান্ত গতকাল মন্ত্রিসভার বৈঠকে নেওয়া হয়েছে। এই স্কিমে গ্রামে অত্যাচারিত, শারীরিক নিগৃহীত কিংবা আক্রান্ত মহিলাদের জন্য বিচার প্রক্রিয়া গ্রাম পর্যায়েই করা হবে। এই স্কিম রাজ্যে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তর বাস্তবায়ন করবে। উত্তর ত্রিপুরা জেলার ফুলবাড়ি, ঊনকোটি জেলার শ্রীরামপুর, খোয়াই জেলার পশ্চিম সোনাতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার লেম্বুছড়া, সিপাহীজলা জেলার খেদাছড়া, গোমতী জেলার টেপানীয়া, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিবেকানন্দপল্লী পঞ্চায়েত সহ ধলাই জেলার সিঙ্গিনালা, হালহালি এবং উত্তর হালহালি গ্রাম পঞ্চায়েতে এই নারী আদালত চালু করা হবে। এই আদালত সর্বোচ্চ ৯ জনের কমিটি দ্বারা পরিচালিত হবে। এই কমিটিতে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গ, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বগণ থাকতে পারবেন।

ঊনকোটি জেলার মহকুমা সদর কৈলাসহরে পালিত ত্রিপুরা পুলিশ সপ্তাহ ২০২৬

খবরে প্রতিবাদ, ২৬ ফেব্রুয়ারি।। *ঊনকোটি জেলার মহকুমা সদর কৈলাসহরে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হলো ত্রিপুরা পুলিশ সপ্তাহ ২০২৬। এই উপলক্ষে ত্রিপুরা পুলিশের উদ্যোগে দিনব্যাপী একাধিক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়, যার মূল লক্ষ্য ছিল সমাজে নেশামুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা এবং নতুন অপরাধমূলক আইন সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি। আজ সকালে কৈলাসহর ঊনকোটি কলাক্ষেত্রের সামনে থেকে 'রান ফর নেশা মুক্ত ত্রিপুরা' শীর্ষক এক বর্ণাঢ্য দৌড়ের সূচনা হয়। দৌড়টি কৈলাসহর থানা পর্যন্ত পরিক্রমা করে পুনরায় কলাক্ষেত্র প্রাঙ্গণে এসে সমাপ্ত হয়। দৌড়ে জেলার বিভিন্ন থানার পুলিশকর্মী, টিএসআর ও এসপিও জওয়ানরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। পাশাপাশি স্থানীয় যুব সমাজের উপস্থিতিও লক্ষ্য করা যায়। দৌড় শেষে অনুষ্ঠিত হয় সচেতনতামূলক আলোচনা সভা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জেলার পুলিশ সুপার সুধাম্বিকা আর, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রুপম চাকমা, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক-সহ অন্যান্য পদস্থ আধিকারিকরা। বক্তারা বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, ড্রাগস ও নেশাজাতীয় দ্রব্যের ভয়াবহ কুফল এবং সামাজিক অপরাধ রোধে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয় 'নতুন অপরাধমূলক আইন ২০২৩'-এর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে অবহিত করার ওপর। বক্তারা জানান, আইন সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকলে সাধারণ মানুষ নিজেদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হবেন এবং অপরাধ প্রতিরোধে সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারবেন। সমাজ থেকে নেশা ও অপরাধ নির্মূল করতে এবং জনগণের সঙ্গে পুলিশের সুসম্পর্ক আরও মজবুত করতে এই ধরনের উদ্যোগ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মত প্রকাশ করেন উপস্থিত অতিথিরা। পুলিশ সপ্তাহ উপলক্ষে আয়োজিত এই কর্মসূচি সর্ব মহলে প্রশংসিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও এ ধরনের সচেতনতামূলক কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে বলে জানানো হয়।*

বামুটিয়ায় হুমকির মুখে সাংবাদিক পাশে দাঁড়ালো টিডবলুজেএ

খবরে প্রতিবাদ, ২৬ ফেব্রুয়ারি।। গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ আজ বিপন্ন। ত্রিপুরা রাজ্যে বাম গিয়ে রাম আমল এসেছে ৮ বছর শেষ হতে চললো। কিন্তু আজো সাংবাদিক রা নিজেদের প্রাণ নিয়ে সংশয়ে ভোগেন। তৎকালে পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যে দুই তরুণ সাংবাদিক অকালে প্রাণ হারিয়েছেন তারা বিচার তো পান নি, উল্টে এই আমলে আরও জোরালো ভাবে সাংবাদিক দের কোণঠাসা করে দিতে এবং নানাভাবে সংবাদ কর্মীদের বাধা দিতে মরিয়া হয়ে উঠেছে একটা অংশের দুষ্ট চক্র। সাম্প্রতিক কালে রাজ্যের এক গন্যমান্য সংবাদ সংস্থার সম্পাদক এর ছবি তে ক্রস মার্ক দিয়ে বিক্ষোভ জুড়ে দেবার দায়ে এক জনপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। সেই ঘটনার রেশ কেটে উঠার আগেই এবার বামুটিয়া তে আরও এক সাংবাদিক এর বাড়িতে হামলা চালিয়েছে স্থানীয় কিছু দুষ্কৃতী। বামুটিয়ার নবগ্রাম এর বাসিন্দা সুকান্ত ভৌমিক, দীর্ঘদিন যাবত পেশাগত দায়িত্ব পালন করছেন সাংবাদিক হিসেবে। সাম্প্রতিক কালে এলাকার একটি উন্নয়ন মূলক কাজে কিছু দুষ্কৃতী বাধা দান করার ঘটনা নিয়ে উনি একটি সংবাদ কভার করেছিলেন। সেই রেশ মেটাতেই নাকি এলাকার কিছু চুনোপুটি দের চোখ রাঙ্গানির শিকার হতে হয়েছে তাকে। রাতের আধারে তার বাড়িতে ঢিল ছোড়া হয় এবং অশ্লিল ভাষায় গালিগালাজ করা হয়।এই নিয়ে এয়ারপোর্ট থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন সুকান্ত ভৌমিক। তার পাশে দাঁড়িয়েছেন রাজ্যের অন্যতম কর্মরত সাংবাদিক সংগঠন ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট এসোসিয়েশানের এক প্রতিনিধি দল। থানা বাবুদের সাথে সাক্ষাত করে দোষীদের অতিসত্বর চিহ্নিত করে উপজুক্ত শাস্তি প্রদানের দাবী জানিয়েছেন তারা। কিন্তু প্রহস্ন হচ্ছে এভাবে আর কতদিন ? কতদিন সমাজের দস্যুদের চোখ রাঙ্গানির শিকার হবে সংবাদ কর্মীরা ? সমাজের দর্পণ হয়ে কাজ করাটাই কি এখন হয়ে উঠেছে ভয়ের কারণ ? ডঃ মানিক সাহা র দৃষ্টি আকর্ষিত করে সকল সংবাদ কর্মীদের একটাই দাবী নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা হোক।

রাজ্যপালের উপস্থিতিতে শান্তির বাজার মুকুট অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠীত উদ্দ্যম সমাগম

খবরে প্রতিবাদ, ২৬ ফেব্রুয়ারি।। ত্রিপুরা ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন লিমিটেড (টি আই ডি সি এল) এর উদ্দ্যোগে শান্তির বাজার মুকুট অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠীত হয় জেলাভিত্তিক উদ্দ্যম সমাগম। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্যের রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু। প্রধান অতিথির পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন দক্ষিন জেলার সভাধিপতি দীপক দত্ত, শান্তির বাজার পুরপরিষদের চেয়ারম্যান সপ্না বৈদ্য, দক্ষিন জেলার অতিরুক্ত পুলিশ সুপার সুমন মজুমদার সহ অন্যান্যরা। এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যপাল জানান ক্ষুদ্র ব্যাবসায়ীদের বিভিন্ন প্রকারের সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে যার ফলে আজকে এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সবকিছুর বিবরন তুলে ধরা হয়। কেন্দ্রীয় সরকার সকলের উন্নয়নে যেসকল পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন তার বিভিন্ন দিকগুলি তুলে ধরা হয় এবং এইগুলি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে কিনা তা নিয়ে আলোচনা করা হয়। আলোচনার মধ্যদিয়ে হলে আগত কিছু সংখ্যক লোকজনদের কাছ থেকে জানতে পারেন অনেকগুলি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে খেলার সামগ্রী নেই এর জন্য রাজ্যপাল দক্ষিন জেলার জেলা সভাধিপতি দীপক দত্তকে দায়ী করেন। যে সকল অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে খোলার সামগ্রী নেই তা যাচাই করে খেলার সামগ্রী দেবার পরামর্শ দেন। এছারা কিছু সংখ্যক স্কুলে রাজ্য সরকারের দেওয়া পরিকল্পনার মধ্যে কিছু সংখ্যক ছাত্রী সাইকেল পাননি সেগুলো দেখার জন্য জেলা সভাধাপতিকে পরামর্শ দেন। রাজ্যপাল উনার বক্তব্যর মধ্য দিয়ে জানান সরকারের পক্ষ থেকে সকল লোকজনদের জন্য ব্যাঙ্কে স্বাস্থ্য বিমার পরিষেবা রয়েছে। এই বিমা সকলকে করার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। গর্ভবর্তী মহিলাদের সরকারি বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদানের দিক গুলো তুলে ধরা হয়। লোকজনেরা নিজেদের ছেলে মেয়ের শিক্ষার মান উন্নয়নে নবোদয় বিদ্যালয় ও মেলেটারি বিদ্যালয়ের ছেলে মেয়েদের ভর্তি করানোর পরামর্শ প্রদানকরেন রাজ্যপাল। রাজ্যপাল জানান বর্তমান সময়ে সকলে বাড়ী ঘরে কুকুর পালন করে। সেই জায়গায় শুকর পালন করলে কয়েকমাসের মধ্যে একটি শুকর থেকে প্রায় ৫০ হাজার টাকা অর্থ উপার্জন করা যাবে। অনুষ্ঠানে বক্তাদের বক্তব্য শেষে বিভিন্ন স্ব সহায়ক দলের দেওয়া ষ্টলগুলির শুভ উদ্ভোধন করেন রাজ্যপাল। উদ্ভোধন শেষে এদিনের এই কর্মসূচী সম্পর্কে সংবাদমাধ্যমের সামনে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য তুলে ধরেন তিনি।

ত্রিপুরায় ভারতের প্রথম রাজ্য উদ্ভাবন মিশন (সিম) চালু করেছেন ডঃ জিতেন্দ্র সিং

খবরে প্রতিবাদ, ২৬ ফেব্রুয়ারি।। আজ ২৬ ফেব্রুয়ারী আগরতলায় ভারতের প্রথম রাজ্য উদ্ভাবন মিশন (সিম) এর উদ্বোধন করেছেন কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ভূবিজ্ঞান, প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর, কর্মী, জনঅভিযোগ, পেনশন, পারমাণবিক শক্তি এবং মহাকাশ প্রতিমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত) ডঃ জিতেন্দ্র সিং। এই উপলক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, উদ্ভাবনকে পরীক্ষাগার এবং মহানগর করিডোরের বাইরে জেলা, গ্রাম এবং প্রতিটি নাগরিকের কাছে পৌঁছাতে হবে, যাদের আকাঙ্ক্ষা একটি নতুন ভারতের ধারণাকে সংজ্ঞায়িত করবে। উত্তর-পূর্বকে ভারতের প্রবৃদ্ধির "নতুন ইঞ্জিন" হিসাবে বর্ণনা করে মন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরার এই উদ্যোগ প্রযুক্তির বিকেন্দ্রীকরণ এবং সুযোগের গণতন্ত্রীকরণের ক্ষেত্রে একটি নির্ণায়ক পদক্ষেপ।

ত্রিপুরার সিম উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডঃ) মানিক সাহা, নীতি আয়োগের চেয়ারম্যান সুমন বেরি, নীতি আয়োগের সদস্য ডঃ ভি.কে. সারস্বত, রাজ্য সরকারের তথ্যপ্রযুক্তি, অর্থ, পরিকল্পনা ও সমন্বয় দপ্তরের মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়, মুখ্য সচিব জিতেন্দ্র কুমার সিনহা, তথ্যপ্রযুক্তি সচিব রাজীব কুমার সেন, এনইজিডির ম্যানেজিং ডিরেক্টর কিরণ গিত্যে সহ উর্ধতন কর্মকর্তারা, স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠাতা, উদ্ভাবক, শিক্ষার্থী এবং শিল্প প্রতিনিধিরা। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ডঃ জিতেন্দ্র সিং ত্রিপুরায় সিম চালু করাকে অটল উদ্ভাবন মিশন (এইম)-এর একটি স্বাভাবিক অগ্রগতি হিসাবে বর্ণনা করেছেন, যা প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর কল্পনা করা একটি উদ্যোগ। উদ্ভাবন মিশনের ধারণাটি একসময় সরকারি ব্যবস্থায় অপরিচিত ছিল বলে স্মরণ করে তিনি বলেন, গত কয়েক বছর ধরে এইম একটি দেশব্যাপী আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছে। প্রায় ১০, ০০০ অটল টিঙ্কারিং ল্যাব (এটিএল) প্রতিষ্ঠা করা থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক সময়ে এই সংখ্যা ৫০ হাজারে সম্প্রসারিত হবার সিদ্ধান্ত পর্যন্ত, উদ্ভাবনী বাস্তুতন্ত্র এখন জেলা এবং ছোট শহরগুলির গভীরে পৌঁছে গেছে, যা সারা দেশের স্কুল শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করছে। মন্ত্রী বলেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার এইম সম্প্রসারণ এবং রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে রাজ্য উদ্ভাবন মিশন প্রচারের সিদ্ধান্ত সহযোগিতামূলক এবং প্রতিযোগিতামূলক সম্প্রসারণের চেতনাকে প্রতিফলিত করে। এ ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ড.) মানিক সাহার নেতৃত্বে ত্রিপুরা নেতৃত্ব দিয়েছে, যা দেশের বাকি অংশের জন্য একটি উদাহরণ স্থাপন করেছে। মন্ত্রী এটিকে 'দ্বৈত ইঞ্জিন'' পদ্ধতির প্রদর্শন হিসাবে বর্ণনা করেছেন, যেখানে জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি এবং রাজ্য-স্তরের বাস্তবায়ন একসাথে কাজ করছে।

২০১৪ সাল থেকে এর উপর প্রধানমন্ত্রীর জোর দেওয়ার কথা স্মরণ করে ডঃ জিতেন্দ্র সিং গত এক দশকের মধ্যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রূপান্তরের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, সুষম জাতীয় উন্নয়নের জন্য সমস্ত অঞ্চল জুড়ে সমান অগ্রগতি প্রয়োজন। তিনি উন্নত যোগাযোগ, রেল ও বিমান পরিকাঠামোর সম্প্রসারণ, পর্যটন বৃদ্ধি এবং বৃহত্তর জাতীয় সংহতির কথা উল্লেখ করে বলেন, এই অঞ্চলটি বিচ্ছিন্নতাবাদ থেকে ভারতের উন্নয়নের গল্পে মূলধারার অংশগ্রহণে রূপান্তরিত হয়েছে।

উদ্যোক্তা হিসেবে ত্রিপুরার কর্মক্ষমতার কথা তুলে ধরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী সিং জানান, এই রাজ্যে আজ ১৫০ টিরও বেশি নিবন্ধিত স্টার্টআপ রয়েছে, যা গত পাঁচ বছরে স্টার্টআপ স্বীকৃতির ক্ষেত্রে গড়ে প্রায় ৬৬ শতাংশ বৃদ্ধি রেকর্ড করেছে। এই উদ্যোগগুলির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হল নারী-নেতৃত্বাধীন, যা ত্রিপুরাকে উত্তর-পূর্বের মধ্যে উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয় করে তুলেছে। তিনি আরও বলেন, সিম চালু হওয়ার ফলে উদ্ভাবনী ধারণার বাণিজ্যিকীকরণ আরও সমর্থন পাবে এবং স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমকে শক্তিশালী করা হবে।

ডঃ জিতেন্দ্র সিং ত্রিপুরার শক্তিশালী এমএসএমই ভিত্তির প্রতিও ইঙ্গিত করেছেন। ২০২৬ সালের গোড়ার দিকে উদ্যম পোর্টালে ৩.১৩ লক্ষেরও বেশি নিবন্ধিত এমএসএমই রয়েছে, যার মধ্যে ১.১৮ লক্ষেরও বেশি আনুষ্ঠানিক উদ্যম নিবন্ধন এবং উদ্যম অ্যাসিস্ট প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে প্রায় ২ লক্ষ ক্ষুদ্র-উদ্যোগ রয়েছে। তিনি বলেন, সিমের মাধ্যমে এমএসএমইগুলির বৃদ্ধি নতুন গতি পাবে, যা কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং স্থানীয় অর্থনৈতিক সম্প্রসারণে অবদান রাখবে।

দেশের বৃহত্তর স্টার্টআপ যাত্রার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ২০১৪ সালে ভারত কয়েকশ স্টার্টআপ থেকে বেড়ে আজ দুই লক্ষেরও বেশি হয়েছে, যার ফলে ২১ লক্ষেরও বেশি কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে, যার প্রায় অর্ধেকই টায়ার-২ এবং টায়ার-৩ শহর থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী-নেতৃত্বাধীন উদ্যোগ রয়েছে, যা দেশজুড়ে ব্যাপক উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রতিফলনকে তুলে ধরেছে।

সিমনার দাইজ্ঞাবাড়ি বাজারে গ্যাস সিলিন্ডার থেকে ভয়াবহ অগ্নি কাণ্ড

খবরে প্রতিবাদ, ২৬ ফেব্রুয়ারি।। সিমনার দাইগ্গাবাড়ি বাজারের গ্যাস সিলিন্ডার ব্লাস্টে পুড়ে ছাই একাধিক দোকান। আগুন নিয়ন্ত্রণে দমকল বাহিনী। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, সিমনা বিধানসভার দাইগ্গাবাড়ি বাজারে বৃহস্পতিবার আচমকা একটি গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে যায়। মুহূর্তের মধ্যেই আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় বাজারের প্রচুর দোকানপাট। অগ্নি কাণ্ডের খবর পেয়ে ছুটে আসে অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা। আগুন নিয়ন্ত্রণে চলে দমকল বাহিনী,বাজারের ব্যবসায়ী ও স্থানীয় জনগণের আপ্রাণ প্রচেষ্টা। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। শুরু করে তদন্ত। তবে এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ক্ষয়ক্ষতির সঠিক পরিমাণ এখনো পাওয়া যায়নি। কয়েক লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি হয়েছে বলেই প্রাথমিক অনুমান। তবে এই অগ্নিকাণ্ডকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় গোটা এলাকায়।

সম্পাদকীয়

৩ বর্ষ, শুক্রবার, ১৪ ফাল্গুন, ১৪৩২ বাংলা

ভারতীয় মুদ্রায় জ্বালানি তেল ক্রয় করিবার উদ্যোগ ভারতের

ভারত সরকার ভারতীয় মুদ্রায় জ্বালানি তেল করিবা প্রক্রিয়া প্রক্রিয়া দিয়াছে। ডলারের ওপর নির্ভরতা কমাইবার লক্ষ্যে ভারত সরকার এই ধরনের সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছে। ইতিমধ্যেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ভারতীয় মুদ্রায় লেনদেন পরিবার উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছে। কেননা

চিনা ঋণের ফাঁদে পড়িয়া বিপর্যস্ত বহু দেশ। আফ্রিকা থেকে শুরু করিয়া ভারতের বিভিন্ন প্রতিবেশী, সবাই পড়িয়াছে এই একই সমস্যায়। আর সেই তালিকায় রহিয়াছে শ্রীলংকাও। বিশেষজ্ঞদের মতে, শ্রীলংকার আর্থিক ভরাডুবির জন্য অনেকাংশে দায়ী চিন। এমতাবস্থায় শ্রীলংকা, ভারতের মুখাপেক্ষী হইয়া রহিয়াছে পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পাইতে। তারই মধ্যে খবর, এবার শ্রীলংকা তাহাদের লেনদেনের জন্য ব্যবহার করিবে ভারতীয় রুপি।বিশ্ব জুড়িয়াই ডলারের আধিপত্যের ওপর প্রশ্নচিহ্ন জুড়িয়া গিয়াছে। বহু দেশ ডলার থেকে অন্য কারেন্সিতে সরিয়া আসিতে চাইছে। সেখানে ডলারের মূখ্য প্রতিযোগী হইয়া দাঁড়াইয়াছে ভারতের রুপি এবং চিনেথ ইউয়ান। এক্ষেত্রে চিনের -এর কারণে চিনকে বিশ্বের প্রায় কোনো দেশই সেভাবে বিশ্বাস করিতে না পারায় ভারতীয় রুপির কদর বাড়িয়াছে ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে। বহুদেশ গুন্দ্রন্স্ঠদ্র এবং ঋদ্রন্স্ঠদ্র অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে রুপিতে নিজেদের ব্যবসা চালাইতেছে।রুপির সাফল্যের সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখিয়া এবার ভারতের রুপি ব্যবহারেরর ইচ্ছে প্রকাশ করিয়াছে শ্রীলঙ্কাও। শ্রীলংকান সরকার এতদিন ভারতীয় মুদ্রার ব্যবহার করিয়া আসিলেও, এবার তাহা আরও বাড়াইবার সিদ্ধান্ত নিয়াছে। এমনকি, ভবিষ্যতে দুই দেশই অভিন্ন মুদ্রা চলার বিষয়টিও উড়াইয়া দিতেছে না কলম্বো। সেই সম্পর্কে বলিতে গিয়া প্রেসিডেন্ট রনিল বিক্রমসিঞ্ঘে বলেন, "ভবিষ্যতে অভিন্ন মুদ্রা হিসাবে ভারতীয় টাকা ব্যবহারের সম্ভাবনা আমরা খারিজ করিয়া দিতেছি না।তিনি তাহার বয়ানে বলিয়াছেন, "ভারতীয় মুদ্রার অভিন্ন ব্যবহারের প্রসঙ্গে আমাদের তরফে কোনও আপত্তি নাই।" এদিকে চলতি মাসেই রনিল বিক্রমসিঞ্ঘে ভারত সফরে আসিতে পারেন। তাহার আগে এমন বয়ানের কারণে বিষয়টিকে বেশ 'তাৎপর্যপূর্ণ' বলিয়াই মনে করিতেছেন অনেকে।

পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ টি এম সি : ২৩৭০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। অ্যাম্বুলেন্স : রামঠাকুর সংঘ : ৬০০৯২২৪৪০৫, ৯৭৭৪১১৩২৬৯, ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬, রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব : ৮৭৯৪১৬ ৮২৮১, রামকৃষ্ণ ক্লাবঃ ৮৭৯৪১ ৬৮ ২৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) ৯৭৭৪১১৬ ৬২৪, চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রিঃ ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আই জি এম : ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব : ৯৭৭৪৩১৭৫৩৮, তরুন সংঘ : ৮৮৩৭৩০৩৫৪৬, ৯৭৭৪১৬৪০১৯, ৮৭৯৪৫৩৪৭৫৮। শববাহী যান : ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন- ৮২৫৬৯৭১৯৫, ইন্টিগ্রেটেড ইয়থস অব ত্রিপুরা : ৯৪৩৬৯৩১৬০৮, সেন্ট্রালরোড যুব সংস্থা - ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬, সমাজ কল্যাণ সংঘ - ৯৭৭৪৬৭০২৪২, ব্লু লোটাস ক্লাব-৯৪৩৬৫ ৬৮২৫৬ ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট : ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স এসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব : ৭০০৫৪৬০০৩৫/৯৪৩৬৫৯১৮৯১, নব অঙ্গীকার : ৯৮৫৬৩৪৫৪৭৫, ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন : ১০১/ ২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট : ১০১/ ২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ পুলিশ : পশ্চিম থানা : ২৩৮-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৩৮৫, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল : ২৩২-৫৭৮৪, বিদ্যুৎ : ১৯১২, বিমানবন্দর এয়ার ইণ্ডিয়া : ৯৪৩৬১২৪৪৯২, এয়ার ইণ্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইণ্ডিগো : ২৩৪-১২৬৩, রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৩৩ আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫।

কাঁচা পেঁপে সেদ্ধ

তাড়াহুড়োয় ভাতের সঙ্গে নানা রকম সব্জি সেদ্ধ করে খেয়েছেন কখনও। কিংবা এমনি দিনেই প্রথম পাতে সিম, ঢেঁড়স, কুমড়ো, ওল সেদ্ধ? প্রথম পাতের সেই সেদ্ধ 'প্ল্যাটার'-এর অন্যতম পেঁপে সেদ্ধও। কাঁচা পেপের টুকরো ফুটন্ত ভাতের হাঁড়িতে ফেলে দিলেই হল। নরম মিষ্টি স্বাদের পেঁপে সেদ্ধ তৈরি। তার উপর সামান্য সর্ষের তেল অল্প নুন আর একটু গোল মরিচ ছড়িয়ে ভাতের সঙ্গে খেতে ভালই লাগে। আর এই পেঁপে সেদ্ধ খাওয়ার অনেক উপকারিতাও রয়েছে।

১. হজম শক্তি বৃদ্ধি ও কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে
পেঁপেতে প্যাপাইন নামক এক ধরনের প্রাকৃতিক এনজাইম থাকে যা প্রোটিন ভাঙতে সাহায্য করে। কাঁচা পেঁপে সেদ্ধ করে খেলে পেট ফাঁপা, গ্যাস এবং কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা দ্রুত উপশম হয়। এটি অন্ত্রের কাজেও সাহায্য করে।

২. ওজন নিয়ন্ত্রণে সহায়ক
সেদ্ধ পেঁপেতে ক্যালরির পরিমাণ খুবই কম এবং ফাইবার বা আঁশের পরিমাণ অনেক বেশি। এটি খেলে দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা থাকে, ফলে অসময়ে খিদে পায় না। যারা ডায়েট করছেন, তাদের জন্য এটি আদর্শ খাবার হতে পারে।

৩. লিভারের সুরক্ষায়
লিভার পরিষ্কার রাখতে এবং এর কাজ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সেদ্ধ পেঁপে খুব উপকারী। বিশেষ করে জন্ডিস বা লিভারের সমস্যা থেকে সেরে ওঠার সময় চিকিৎসকেরা প্রায়ই সেদ্ধ পেঁপে খাওয়ার পরামর্শ দেন।

৪. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি
পেঁপেতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি এবং অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট থাকে। সেদ্ধ পেঁপে নিয়মিত খেলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। যা সাধারণ সর্দি-কাশি বা সংক্রমণ থেকে শরীরকে বাঁচায়।

৫. কোলেস্টেরল ও হৃদরোগের ঝুঁকি কমানো
পেঁপেতে থাকা ফাইবার রক্তে ক্ষতিকর কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। নিয়মিত সেদ্ধ পেঁপে খেলে উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি কমে এবং হৃদযন্ত্রও ভাল থাকে।

জনসচেতনতা বাড়ানোর বিকল্প নেই

।। শিবাজী দে।।

মানুষের দৈনন্দিন মৌলক চাহিদা পূরণ করে খাদ্য। খাদ্য ছাড়া শরীরের স্বাভাবিক কার্যক্রম সম্ভব নয়। আপনাকে বেঁচে থাকতে হলে প্রয়োজন মানসম্মত পুষ্টিকর খাবার ও প্রয়োজন মতো পানি। কিন্তু আমরা নিয়মিত যে খাবার খাচ্ছি, তা কি সত্যিই স্বাস্থ্যসম্মত? উত্তর হলো- স্বাস্থ্যসম্মত ও ভেজালমুক্ত খাবার খাওয়া গেলেও, পরিমাণটা যথেষ্ট নয়। বেশিরভাগ খাবারের মধ্যে মেশানো হচ্ছে বিষাক্ত ও ক্ষতিকর পদার্থ। ফুটপাত থেকে অভিজাত রেস্তোরাঁ সবজায়গায় ভেজাল খাদ্যের হাতছানি। যেখানে স্বাস্থ্যবিজ্ঞান বলছে, খাদ্য এবং স্বাস্থ্য একে ওপরের পরিপূরক। সেখানে স্বাস্থ্যসম্মত ও ভেজালমুক্ত খাবার খাওয়া যেন মরুভূমিতে পানি খোঁজার মতো, আমরা সবসময় মরীচিকার পেছনে ছুটছি। খাদ্যে ভেজাল দিতে গিয়ে মানুষ যে চরম সর্বনাশ ডেকে আনছে, সেটা বিবেচনা করার মতো বিবেকবোধের চরম অভাব রয়েছে।

দৈনিক আমাদের প্রয়োজন পুষ্টিকর, ব্যাকটেরিয়া ও ফরমালিন মুক্ত, বিশুদ্ধ ও টাটকা খাবার। যা সকলের স্বাস্থ্যকর জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। বাস্তবে তার উল্টো চিত্র লক্ষ্য করা যাচ্ছে, ভেজাল খাদ্যে সয়লাব বাজার, মার্কেট ও সুপারশপগুলোতে। অধিক মুনাফার লোভে দেশের কিছু অসাধু ব্যবসায়ী উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে খাদ্যে কাপড়ের রং, রাসায়নিক রং, ফরমালিন ও কৃত্রিম উপাদান মেশাচ্ছে। এর ফলে খাদ্য দিনের পর দিন সংরক্ষণ করে বাজারে বিক্রয় করা হচ্ছে। ফলস্বরূপ মানুষ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে অকালে প্রাণ হারাচ্ছে। নামি-দামি প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে নিবন্ধনহীন অবৈধ কারখানা সবাই এমন ঘৃণিত অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত। কারো মরিচ গুঁড়ায় মরিচ নেই, হলুদের গুঁড়ায় হলুদ নেই, লবণে আয়োডিন নেই। আবার মেয়াদোত্তীর্ণ খাবার ও ভোজ্যতেল রিপ্রোডিউস করে নতুন করে বাজারে বিক্রি করা হচ্ছে। গ্রাহক পর্যায়ে মানুষেরা কিঞ্চিত পরিমাণও বুঝতে পারেন না। বিশেষ করে দুগ্ধজাত পণ্য, তেল, ঘি, শাকসবজি, দানাজাতীয় খাদ্য, মধু, চা- কফি ইত্যাদি খাবারের মাঝে মেশানো হয় রাসায়নিক রং ও ক্ষতিকর

কৃত্রিম উপাদান। খাদ্যে ভেজালের আশঙ্কা বেড়ে গিয়েছে এবং অনেক সময় জীবনঘাতী হয়ে উঠেছে। বিএসটিআইয়ের লোগো বিভিন্ন পণ্যের গায়ে থাকলেও, অভিযান পরিচালনার পর দেখা যায় প্রিন্টিং মেশিনের সাহায্যে অসৎ উপায়ে অনুমোদনহীনভাবে তা পণ্যের গায়ে লাগানো। আবার দেশে বাড়তি খাদ্য উৎপাদন অর্জন করতে গিয়ে রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার বেড়েছে। ক্রমাগত রাসায়নিক প্রয়োগের ফলে খাদ্য উৎপাদন বেড়েছে ঠিকই কিন্তু খাদ্যের গুণগত মান নষ্ট হয়েছে অনেকটা। পরিসংখ্যান বলছে, বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় তিন লাখ মানুষ ক্যান্সারে আক্রান্ত হন। দেড় লাখ ডায়াবেটিস রোগে ভোগেন, দুই লাখ কিডনি রোগে আক্রান্ত হয়। এমন ভয়াবহতার অন্যতম কারণ ভেজাল খাদ্য গ্রহন। আবার ভেজাল খাদ্যের ফলে অ্যালার্জি, পরিপাকতন্ত্রের সমস্যা, অঙ্গ-প্রতঙ্গের ক্ষতি, হরমোনের ভারসাম্যহীনতা, দীর্ঘস্থায়ী রোগসহ বিভিন্ন স্বাস্থ্যঝুঁকির মতো ঘটনা ঘটে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে খাদ্যের পুষ্টিগুণ ধ্বংস হয়। যা আমাদের দেশে স্বাস্থ্য খাতে বড় ধরনের বিপর্যয় বলা চলে।

শিশুদের মৌলিক অধিকারগুলোর মধ্যে একটি খাদ্য। সেই খাদ্য নিরাপদ কিনা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। শিশুদের শারীরিক বিকাশ, মস্তিষ্কের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি ও দৈহিক সুস্থতার জন্য সুষম ও নিরাপদ খাদ্যের প্রয়োজন। কিন্তু সরকার সেটা কতটুকু নিশ্চিত করতে পারে? বাংলাদেশ সরকারের প্রচেষ্টায় প্রয়োজনমতো খাদ্য উৎপাদন ও সরবরাহ করা সম্ভব হলেও, নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করা এখনো পরিপূর্ণভাবে সম্ভব হয়নি। বাজারের নামি-দামি চকলেট, বিষাক্ত এনার্জি ড্রিংকস, জুস ও শিশুখাদ্যে ভয়াবহ ক্ষতিকর কেমিক্যাল হরহামেশাই পাওয়া যাচ্ছে।অনিরাপদ খাবার গ্রহনের ফলে গর্ভবতী মায়েদের মধ্যে তৈরি হয় পুষ্টিহীনতা, তারই ধারাবাহিকতায় গড়ে উঠছে পুষ্টিহীন একটি ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। সারা বিশ্বে ৬০ কোটি মানুষ অনিরাপদ খাদ্য দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে। আইসিডিডিআরবি-র পরিসংখ্যান অনুযায়ী, মানুষ অনিরাপদ খাদ্য গ্রহণের ফলে ক্যান্সার থেকে শুরু করে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। অনিরাপদ খাদ্য গ্রহণের ফলে হাসপাতালে রোগীর সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে, সেই সঙ্গে বাড়ছে অকাল মৃত্যুর সংখ্যাও।

খাদ্যে ভেজাল বর্তমানে সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। ফলে মানুষের স্বাস্থ্য ও ভবিষ্যৎ জীবন হুমকির মুখে পড়ছে। প্রতিদিন আমরা যা খাচ্ছি তা কতটা নিরাপদ, এই প্রশ্নের উত্তর জানা বেশ জরুরি। কিছু প্রতিষ্ঠানের এমন অনৈতিক আচরণের ফলে সৎ ও নীতিনিষ্ঠ প্রতিষ্ঠানগুলো কলঙ্কিত হচ্ছে। খাদ্যে ভেজাল দেওয়ার মাত্রা যে পর্যায়ে পৌঁছেছে, তাতে মানুষের মধ্যে নৈতিকতার সামান্য পরিমাণ ছিটেফোঁটা নেই বলাই বাঞ্ছনীয়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম থেকে শুরু করে বিভিন্ন মিডিয়াতে খাদ্যের লোভনীয় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে মানুষকে আকৃষ্ট করা হচ্ছে। ভোক্তারা খাবারের মান ও স্বাস্থ্যঝুঁকি বিবেচনা না করেই এসব খাদ্যের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠছেন। বিশেষ করে শিশু ও তরুণ সমাজ এ কৌশলের শিকার হচ্ছেন, যা দীর্ঘমেয়াদে জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে উঠছে। বর্তমানে শীতকালীন সময়ে খেজুরের গুড় অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি খাবার। শীতকালে প্রায় সকল মানুষ শীতের পিঠা থেকে শুরু করে মিষ্টি জাতীয় খাবার তৈরির জন্য খেজুরের গুড় ব্যবহার করেন। কিন্তু অসাধু ব্যবসায়ী চক্র অসৎ উপায় অবলম্বন করে খেজুরের গুড় তৈরি করছে। ভেজাল গুড়ের দৌরাত্ম্যের কারণে আসল গুড় খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এমন খাদ্য গ্রহণের ফলে মানুষ খুব দ্রুতই বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। খাদ্যে ভেজাল দেওয়া মানেই, আপনি ভোক্তাকে নীরবে হত্যা করছেন। সরকারি অধিদপ্তরের অভিযান কিংবা গণমাধ্যমের অনুসন্ধানী প্রতিবেদন অনুযায়ী, খাদ্যদূষণের যে ভয়াবহ দৃশ্য ভেসে ওঠে, তাতে মানুষের চরিত্র ও অস্তিত্ব নিয়ে সংশয় তৈরি হয়। মানুষের শিরায় শিরায় অপরাধ প্রবণতা বাসা বেধেছে। সরকার এ সমস্যা মোকাবেলায় বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে যেমন- খাদ্য নিরাপত্তা আইন প্রয়োগ, অপরাধীর জন্য কঠিন শাস্তি, ভ্রাম্যমাণ আদালত ও জনসচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এ সমস্যা সমাধানে কাজ করছে। অনেক সময় ভেজালকারীদের শনাক্ত করতে ব্যর্থ হচ্ছে। আবার শনাক্ত করার পর শাস্তি দিলেও, পরবর্তীতে একই কাজে লিপ্ত হচ্ছে। শক্তিশালী সিন্ডিকেট, আইনের পাশ কাটিয়ে নকল খাদ্য এমনভাবে তৈরি করছে, যেখানে মূল উপাদানের বদলে কম খরচে ক্ষতিকর উপাদান ব্যবহার করছে। যার ফলে স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়ছে বহুগুণ। ভেজাল রোধে আইন প্রয়োগে কঠোরতা, নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষকে শক্তিশালীকরণ, কার্যকর নজরদারি, প্রযুক্তি ও ল্যাবরেটরির সুবিধা বৃদ্ধি করা, প্রচার মাধ্যমের দায়িত্বশীলতা, উৎপাদন থেকে বিপণন সকল ধাপে নজরদারি, ভেজালবিরোধী আইনের সঠিক ও কঠোর প্রয়োগ জরুরি। ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান নিয়মিত পরিচালনা করতে হবে। সর্বোপরি খাদ্যে ভেজাল রোধে জনসচেতনতা বাড়ানোর বিকল্প নেই।

শান্তির নামে যুদ্ধে মাতলেন ট্রাম্প

।। নিতাই সরকার।

নতুন বছরের শুরুই হলো নতুন এক যুদ্ধ দিয়ে। শনিবার যুক্তরাষ্ট্র ভেনেজুয়েলার ভেতরে বিমান হামলা চালিয়েছে। একাধিক লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানা হয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেছেন, ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো এবং তাঁর স্ত্রীকে 'গ্রেপ্তার করে দেশ থেকে বের করে আনা হয়েছে।'

এই হামলাগুলো কার্যত একটি শাসন পরিবর্তনের অভিযান বলেই মনে হচ্ছে। এর আগেও, বড়দিনের দিন ট্রাম্প নাইজেরিয়া ও সোমালিয়ায় বিমান হামলার অনুমোদন দিয়েছিলেন। একই দিনে ভেনেজুয়েলার ওপর একটি সিআইএ ড্রোন হামলাও চালানো হয়।

২৯ ডিসেম্বর ট্রাম্প ফ্লোরিডার মার-আ-লাগোতে দাঁড়িয়ে ছিলেন। অনেকেই যাকে ভবিষ্যৎ মার্কিন সম্রাটের দক্ষিণের প্রাসাদ বলেন। তাঁর পাশে ছিলেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু।

'ড্রাগ বোঝাই নৌকা যেখানে তোলা হয়, সেই ডক এলাকায় বড় একটি বিস্ফোরণ হয়েছে'এই কথা গণমাধ্যমকে বলেন ট্রাম্প। তিনি ভেনেজুয়েলায় চালানো প্রথম স্থলভিত্তিক হামলার কথা বলছিলেন। এই হামলার আগে ক্যারিবিয়ান সাগরে মাছ ধরার নৌকাগুলোর ওপর কয়েক মাস ধরে প্রাণঘাতী আক্রমণ চলেছিল। ট্রাম্প দাবি করেন, নিহতরা সবাই মাদক পাচারকারী। কিন্তু মার্কিন কংগ্রেসের সদস্যরা বলছেন, এসব হামলা দেখতে অনেকটা যুদ্ধাপরাধের মতো। তাতে কীএই প্রশ্নের কোনো মূল্য নেই।

নাইজেরিয়ায় চালানো হামলাগুলো (যা সে দেশে কথিত জঙ্গিদের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম সামরিক আঘাত) গণমাধ্যমে জানানো হয়েছিল। কিন্তু সোমালিয়ায় চালানো হামলাগুলো কোনো ঘোষণা ছাড়াই হয়েছে, সংবাদেও সেভাবে আসেনি।

ট্রাম্প পুনরায় ক্ষমতায় ফেরার পর থেকে সোমালিয়া যুক্তরাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান হামলার লক্ষ্যবস্তু। এটি একটি দীর্ঘদিনের সামরিক হস্তক্ষেপ। এই ধরনের হস্তক্ষেপ পশ্চিমা গণমাধ্যম প্রায় উপেক্ষাই করে যাচ্ছে।

ইসরায়েলের প্রসঙ্গে ট্রাম্প ঠিক সেটাই বললেন যা নেতানিয়াহু শুনতে চেয়েছিলেন। যেন ট্রাম্প একজন পুতুল। ট্রাম্প নির্লজ্জভাবে দাবি করেন, গাজায় তাঁর ঘোষিত ২০ দফা 'যুদ্ধবিরতি' চুক্তি ইসরায়েল '১০০ শতাংশ' মেনেছে। আর হামাস নাকি সেটি লঙ্ঘন করেছে, কারণ তারা একতরফাভাবে অস্ত্র সমর্পণ করেনি।

বাস্তবতা একেবারেই ভিন্ন। ১৩ অক্টোবরের পর থেকে চুক্তি অনুযায়ী হামাস জীবিত ও নিহত সব জিম্মিকে (একজন ছাড়া) হস্তান্তর করেছে। এটি হয়েছে ইসরায়েলের প্রতিদিনের চুক্তি লঙ্ঘন, ত্রাণ অবরোধ এবং লাগাতার হামলার মধ্যেই। এসব হামলায় ৪০০ জনের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। একই সময়ে দখলকৃত পশ্চিম তীর প্রতিদিনই কার্যত সংযুক্ত করে নেওয়া হচ্ছে।

ফিলিস্তিনি কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান ব্যুরো তাদের বছরের শেষ প্রতিবেদনে জানিয়েছে, গাজা উপত্যকায় জনসংখ্যা 'তীব্র ও নজিরবিহীনভাবে' কমে গেছে। প্রায় ২ লাখ ৫৪ হাজার মানুষ কমেছে, যা গণহত্যা শুরুর আগে জনসংখ্যার তুলনায় ১০.৬ শতাংশ।

ধারণা করা হচ্ছে, ২০২৩ সাল থেকে দেড় লাখের কিছু বেশি ফিলিস্তিনি গাজা ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন। এটি জার্মানির এক সাম্প্রতিক জনসংখ্যা গবেষণার সঙ্গে মিলে যায়। ওই গবেষণায় বলা হয়েছে, ইসরায়েলের দুই বছরের আক্রমণে এক লাখের বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন।

মার-আ-লাগোতেই ট্রাম্প আবার দেখা করেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে। এর উদ্দেশ্য ছিল রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থামানো। কিন্তু এই আলোচনাও ফলহীন হয়েছে। ভ্লাদিমির পুতিন যে যুদ্ধ শেষ করতে আগ্রহী নন,

এখানে তারই প্রমাণ মিলেছে। রাশিয়া একই সময়ে ড্রোন হামলায় কিয়েভকে আঘাত করেছে।

এর জবাবে ইউক্রেন (যাদের ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় সিআইএর গোয়েন্দা তথ্য ব্যবহৃত হয়) রাশিয়ার দখলে থাকা কৃষ্ণসাগরীয় এক পর্যটন শহরে হামলা চালায়। একটি ক্যাফে ও হোটেলে আঘাতে ২৪ জন নিহত হন, আহত হন ৫০ জন। তারা নতুন বছর উদ্যাপন করছিলেন।

গাজা থেকে ইউক্রেনট্রাম্পের সব 'শান্তি উদ্যোগের' মতোই এই প্রচেষ্টাও কোথাও যাচ্ছে না। এটি অনেকটা সন্দেহজনক রিয়েল এস্টেট চুক্তির মতো, যেখানে ট্রাম্প একজন অসৎ মধ্যস্থতাকারী। তাঁর চুক্তিগুলো (নিউইয়র্কে এপস্টিন পার্টির সময় থেকে শুরু করে) তিনি ভবন ছাড়লেই ভেঙে পড়ে।

ট্রাম্পের রাজনৈতিক গুরু ছিলেন রয় কোহন। তিনি ছিলেন কুখ্যাত সিনেটর জো ম্যাকার্থির উপদেষ্টা। তিনি ১৯৫০-এর দশকে কমিউনিস্টবিরোধী উইচহান্ট চালিয়েছিলেন। কোহন ট্রাম্পকে শিখিয়েছিলেন 'সাপ' হতে, 'দুষ্কৃতকারী' হতে, এবং একেবারে নতুন ধরনের নির্দয় মানুষ হয়ে উঠতে।

কোহনের বিরুদ্ধে একের পর এক শেয়ার জালিয়াতি, বিচারব্যবস্থায় বাধা, মিথ্যা সাক্ষ্য, ঘুষ, ষড়যন্ত্র, চাঁদাবাজি, ব্ল্যাকমেলের অভিযোগ ছিল। ট্রাম্পের মতো তিনিও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পার পেয়ে গিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত অতীতই তাঁকে ধরে ফেলে।

আসলে ট্রাম্পের কাছে আদর্শ মিত্র সেই ব্যক্তি, যিনি তাঁর মতোই অভিযুক্ত অপরাধী। যিনি সব অস্বীকার করেনদুর্নীতি, হত্যা, যুদ্ধাপরাধ। যেমন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু নেতানিয়াহু।

বড়দিনে আরেকটি ঘটনা ঘটে। ইসরায়েল সোমালিল্যান্ড নামের বিচ্ছিন্ন অঞ্চলকে স্বীকৃতি দেয়। অঞ্চলটির প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে একটি 'স্বাভাবিকীকরণ চুক্তি' হয়। এই চুক্তি ব্যাপকভাবে নিন্দিত।

খবরে বলা হয়, এর বিনিময়ে সোমালিল্যান্ড গাজা থেকে দশ লাখের বেশি ফিলিস্তিনিকে গ্রহণে রাজি হয়েছে। একই সঙ্গে তারা ইসরায়েলকে ইয়েমেনের দিকে তাকানো গুরুত্বপূর্ণ বাব আল-মান্দাব প্রণালিতে একটি সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের সুযোগ দেবে।এই চুক্তির প্রতিবাদে হাজার হাজার সোমালি রাস্তায় নেমে আসেন। অনেকের হাতে ছিল ফিলিস্তিনি পতাকা। এটি ফিলিস্তিন প্রশ্নে সোমালিয়ার ঐতিহাসিক অবস্থানেরই প্রকাশ।

সোমালিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রী আহমেদ মোয়ালিম ফিকি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, মোগাদিসু 'কোনো অবস্থাতেই' উত্তরের এই অঞ্চলকে ইসরায়েলের স্বীকৃতি মেনে নেবে না। তিনি বলেন, ফিলিস্তিনিদের জোর করে উচ্ছেদ করা বা সোমালি ভূখণ্ডে পুনর্বাসনের কোনো আলোচনা সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য। এটি তাদের নিজ ভূমিতে বসবাসের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করে।

জাতিসংঘে সোমালিয়ার রাষ্ট্রদূতও ইসরায়েলের রাষ্ট্রদূতকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন। ইসরায়েলের রাষ্ট্রদূত নিউইয়র্কে দাবি করেছিলেন, সাবেক সিয়াদ বারে সরকার নাকি গণহত্যা চালিয়েছিল; এই যুক্তিতে তিনি সোমালিল্যান্ডকে একতরফা স্বীকৃতির পক্ষে সাফাই দেন।

সোমালিয়ার রাষ্ট্রদূত বলেন, 'এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমাদের মানবতা, গণহত্যা, মানবাধিকার আর গণতন্ত্র শেখানো চরম অপমান। আমরা জানি আপনারা প্রতিদিন কী করছেন।'ভেনেজুয়েলায় ট্রাম্পের হামলা এবং আফ্রিকায় মার্কিন বিমান আক্রমণসবই যুক্তরাষ্ট্রের নতুন জাতীয় নিরাপত্তা কৌশলের প্রতিফলন। এই নথি প্রকাশিত হয়েছে গত নভেম্বর মাসে।

এতে একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে মার্কিন সাম্রাজ্যের জন্য এক নগ্ন জাতীয়তাবাদী ও নব্য-ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হয়েছে। এটি কার্যত যুদ্ধ-পরবর্তী পশ্চিমা ঐক্যের যুগের অবসানকে সরকারিভাবে স্বীকৃতি দেয়।

এই কৌশলপত্রে বলা হয়েছে, পশ্চিম ইউরোপ আর যুক্তরাষ্ট্রের ঐতিহাসিক মিত্র নয়। বরং এটি এখন একটি 'সমস্যাপূর্ণ অঞ্চল'। সেখানে যুক্তরাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করবে ইউরোপের বর্তমান পথের বিরুদ্ধে 'প্রতিরোধ' গড়ে তুলে।

নথিতে সতর্ক করা হয়েছে, অভিবাসনের কারণে ইউরোপ 'সভ্যতাগত বিলুপ্তির' মুখে পড়তে পারে। এটি যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত নথিতে 'গ্রেট রিপ্লেসমেন্ট থিওরি'র প্রকাশ্য সমর্থন।

এই নীতি আবার যুক্তরাষ্ট্রকে ফিরিয়ে নিতে চায় বিশ শতকে। সেই সময়, লাতিন আমেরিকা ছিল ওয়াশিংটনের উঠোন। কিউবা থেকে চিলি পর্যন্ত, কর্তৃত্ববাদী ও মার্কিনপন্থী সরকারকে সমর্থন দিয়ে তারা নিজেদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আধিপত্য বজায় রেখেছিল।

নথিতে স্পষ্ট লেখা আছে'আমরা মনরো নীতির ওপর 'ট্রাম্প করোলারি' কার্যকর করব।' প্রয়োজনে কেবল আইনশৃঙ্খলা নয়, মারাত্মক শক্তি প্রয়োগ করা হবে। এবং কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে মার্কিন প্রবেশাধিকার স্থাপন বা সম্প্রসারণ করা হবে।

লাতিন আমেরিকা জুড়েই যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থনে কট্টর ডানপন্থী নেতারা ক্ষমতায় আসছেন। ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে এল সালভাদরে এই ধারা শুরু হয়। পরে আর্জেন্টিনা, বলিভিয়া, ইকুয়েডর, আর সাম্প্রতিক সময়ে চিলি ও হন্ডুরাসেও সেই স্রোত দেখা গেছে। এতে করে অঞ্চলে তৈরি হয়েছে ট্রাম্পপন্থী সরকারের এক লম্বা শৃঙ্খল।

মাওবাদীদের মূলস্রোতে ফেরানোর কারিগর !

পুলিশকর্তা সুমতির হাত ধরেই তেলঙ্গানায় আত্মসমর্পণ শীর্ষ নেতা দেবজি-সহ অনেকের

নয়াদিল্লি ঃ তিনি নীরবে নিরন্তর আলোচনা চালিয়ে গিয়েছেন। মাওবাদীদের মূলস্রোত ফিরিয়ে আনার সেই কারিগর তেলঙ্গানার পুলিশকর্তা বি সুমতির হাত ধরেই আত্মসমর্পণ করলেন শীর্ষ মাওবাদী কমান্ডার থিপ্পির তিরুপতি ওরফে দেবজি। তাঁর সঙ্গে আরও অনেকেই অস্ত্র ছেড়ে মূলস্রোতে ফেরার অঙ্গীকার করেছেন।

সম্প্রতি তেলঙ্গানায় আত্মসমর্পণ করেন মাওবাদী নেতা দেবজি এবং তাঁর অনেক সঙ্গী। সেখানে হাজির ছিলেন রাজ্য পুলিশের স্পেশ্যাল ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ (এসআইবি)-এর প্রধান বি সুমতি। শাড়ি পরিহিতা সেই পুলিশকর্তা এখন আলোচনার কেন্দ্রে। কী ভাবে নিরন্তর আলোচনা চালিয়ে গিয়েছেন মাওবাদীদের সঙ্গে, কী ভাবে তাঁদের উদ্বুদ্ধ করেছেন মূলস্রোতে ফিরে আসতে, এখন সে রাজ্যের পুলিশ মহলের অন্দরে কান পাতলেই শোনা যায় পুলিশকর্তা সুমতির সেই সাফল্যের কাহিনি।পুলিশ সূত্রে খবর, গত দু'বছরে সুমতির হাত ধরেই মাওবাদী নেতা-সহ ৫৯১ জন সদস্য আত্মসমর্পণ করেছেন। আর এ ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা ছিল সুমতির। ২০০১ সালের ব্যাচের ডেপুটি পুলিশ সুপার সুমতির প্রথম কর্মস্থল ছিল অবিভক্ত অন্ধ্র প্রদেশের ওয়ারাঙ্গল। তিনি সিআইডি-র ডিআইজি (মহিলা সুরক্ষা সেল) পদেও কর্মরত ছিলেন। সুমতি যখন ডেপুটি পুলিশ সুপারের দায়িত্ব পান, তখন তাঁর বয়স ২৫। ২০০৪ সালে তিনি মাওবাদীদের সঙ্গে শান্তিবৈঠকের দায়িত্ব পান। সেই সময় থেকেই মাওবাদীদের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন সুমতি।

কোন পরিস্থিতিতে কেমন রণকৌশল তৈরি করতে হয়, সে বিষয়ে অত্যন্ত দক্ষ এই পুলিশকর্তা। তাঁর সহকর্মীরাও সুমতির দক্ষতার জন্য গর্ব বোধ করেন। কাজ করেছেন গোয়েন্দা দফতরে। সন্ত্রাসদমন শাখাতেও কর্মরত ছিলেন। ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের মতো জঙ্গি নেটওয়ার্কের বিরুদ্ধে তাঁর নেতৃত্বে অভিযান সফল হয়েছিল। লশকর, মুজাহিদিন, আইএস-এর মতো জঙ্গিদের জেরা করেছেন সুমতি। তাঁর বুদ্ধিমত্তা এবং সহাসিকতার প্রশংসা করেন সহকর্মী থেকে পুলিশের শীর্ষ কর্তারাও।মঙ্গলবার মাওবাদীদের শীর্ষ নেতা দেবজি আত্মসমর্পণ করেন। ডিজিপি বি শ্রীধর রেড্ডি এই কৃতিত্ব দিয়েছেন পুলিশকর্তা সুমতিকে। তিনি বলেন, "ওঁরা (মাওবাদীরা) আইজি সুমতির জন্যই মূলস্রোতে ফিরেছেন। এসআইবি খুব ভাল কাজ করেছে। কী ভাবে মাওবাদীদের মূলস্রোতে ফেরাতে হয়, তার জন্য নীরবে নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন সুমতি। তাঁর এই ভূমিকা এবং প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়।"

স্ত্রীর বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক 'প্রমাণ' করতে আদালতে হোয়াটঅ্যাপ চ্যাট জমা দিতে চান স্বামী ! সম্মতি ইলাহাবাদ হাই কোর্টের

নয়াদিল্লি ঃ স্ত্রীর বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক রয়েছে বলে অভিযোগ স্বামীর। সেই অভিযোগ 'প্রমাণ' করতে হোয়াটঅ্যাপে কথোপকথনের কিছু নথি আদালতে জমা দিতে চান তিনি। তাঁকে সেই হোয়াটঅ্যাপ চ্যাট আদালতে জমা দেওয়ার অনুমতি দিয়েছে ইলাহাবাদ হাই কোর্ট।

উত্তরপ্রদেশের এক পারিবারিক আদালতে ওই দম্পতির মামলা চলছে। সেই আদালত স্বামীকে নির্দেশ দিয়েছে, স্ত্রীর ভরণপোষণের জন্য মাসে ১০ হাজার টাকা করে দিতে হবে। কিন্তু আদালতের নির্দেশে আপত্তি রয়েছে স্বামীর। তাঁর দাবি, স্ত্রীর বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক রয়েছে। তাই ভরণপোষণের খরচ তাঁকে দেওয়া যাবে না। নিজের দাবি প্রমাণের জন্য হোয়াটঅ্যাপে কিছু কথোপকথনের নথিও আদালতে জমা করতে চান তিনি। কিন্তু পারিবারিক আদালতে সেই আর্জি খারিজ হয়ে যায়। এর পরে ইলাহাবাদ হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন স্বামী। হাই কোর্টের বিচারপতি মদনপাল সিংহ জানিয়েছেন, হোয়াট্যাপে ওই কথোপকথনের তথ্যকে প্রামাণ্য নথি হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। হাই কোর্টের পর্যবেক্ষণ, মামলাকারীর স্ত্রী যে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে জড়িত রয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে, সেটিকে বিবেচনা করে দেখা হয়নি নিম্ন আদালতে। এই অভিযোগের সত্যতা থাকলে ফৌজদারি দণ্ডবিধি (সিআরপিসি) অনুযায়ী স্বামী ভরণপোষণের খরচ দিতে অস্বীকার করতে পারেন। ফলে সেই অভিযোগটি নিম্ন আদালতে বিবেচনা করে দেখা উচিত ছিল বলে মনে করছে হাই কোর্ট।

সাধারণত কোনও ডিজিটাল তথ্যকে আদালতে প্রামাণ্য নথি হিসাবে দেখানোর জন্য তথ্যপ্রমাণ আইনের আওতায় নির্দিষ্ট শংসাপত্র জমা দিতে হয়। এ ক্ষেত্রে মামলাকারী স্বামী তা করেননি। সেই কারণেই তাঁর আর্জি খারিজ করে দিয়েছিল নিম্ন আদালত। তবে হাই কোর্ট জানিয়েছে পারিবারিক আদালত আইনের আওতায় স্পষ্ট করা হয়েছে, কোনও নথি বিবাদের নিষ্পত্তিতে সাহায্য করার মতো মনে হলে তা প্রামাণ্য নথি হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। সেই কারণেই নিম্ন আদালতের রায় খারিজ করে দিয়েছে হাই কোর্ট। স্বামী যে হোয়াটঅ্যাপ চ্যাটের কথা বলছেন, তা প্রমাণ্য নথি হিসাবে গ্রহণ করে মামলাটি পুনর্বিবেচনার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি।

বিশ্বের প্রথম রাষ্ট্রনেতা হিসাবে ইনস্টাগ্রামে ১০ কোটি ফলোয়ার !

ডিজিটাল দুনিয়ায় জনপ্রিয়তার শিখরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

নয়াদিল্লি ঃ ডিজিটাল দুনিয়ায় তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয়। শুধু জনপ্রিয়ই নয়, তিনি যে এই দুনিয়ার সঙ্গে কতটা ওতপ্রোত ভাবে জড়িত তা আগেও বার বার প্রমাণিত হয়েছে। এ বার সেই সমস্ত রেকর্ডকে ছাপিয়ে গেলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার বিশ্বের প্রথম রাষ্ট্রনেতা এবং রাজনীতিক হিসাবে ইনস্টাগ্রামে তাঁর অনুগামীর (ফলোয়ার) সংখ্যা ১০ কোটি ছুঁয়ে ফেলল। ডিজিটাল দুনিয়ায় এক অনন্য বিশ্বরেকর্ড করলেন প্রধানমন্ত্রী। ২০১৪ সালে দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব নেওয়ার পর ইনস্টাগ্রামে অ্যাকাউন্ট খুলেছিলেন মোদী। তার পর থেকে গত এক দশকে সমাজমাধ্যমের এই প্ল্যাটফর্মে তাঁর জনপ্রিয়তা অতুলনীয় ভাবে বেড়েছে। পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, জনপ্রিয়তার নিরিখে তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে বহু পিছনে ফেলে দিয়েছেন। বর্তমানে ট্রাম্পের অনুগামীর সংখ্যা ৪ কোটি ৩২ লক্ষ। সেখানে মোদীর অনুগামীর সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি।রাষ্ট্রনেতাদের মধ্যে মোদী এবং ট্রাম্পের পরই এই তালিকায় রয়েছেন, ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট প্রাবো সুবিয়ান্তো। তাঁর অনুগামী সংখ্যা ১ কোটি ৫০ লক্ষ তার পর রয়েছেন ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুইজ ইনাসিয়ো লুলা দ্য সিলভা (১ কোটি ৪৪ লক্ষ), তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তায়িপ এর্দোয়ান (১ কোটি ১৬ লক্ষ)। আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট জ্যাভিয়ের মিলেই (৬৪ লক্ষ)। আর এটা থেকেই স্পষ্ট, দেশ হোক বা বিদেশ, মোদীর জনপ্রিয়তা যে যুবসমাজের মধ্যে দৃশ্যত অনেক বেশি তা বলাই বাহুল্য।ইনস্টাগ্রামে জনপ্রিয়তার নিরিখে দেশের রাজনৈতিক এবং হেভিওয়েট নেতাদেরও অনেক পিছনে ফেলে দিয়েছেন মোদী। জাতীয় স্তরে মোদীরপরইরয়েছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তাঁর অনুগামী সংখ্যা ১ কোটি ৬১ লক্ষ।তার পর কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী (১ কোটি ২৬ লক্ষ)।

ইউটিউবারের দেহ উদ্ধার তেলঙ্গানায় ! মৃত্যুর আগে কুয়েতে কর্মরত মাকে মেসেজ, 'তোমাকে ভালবাসি'

নয়াদিল্লি ঃ ইউটিউবারের দেহ উদ্ধার হল তেলঙ্গানায়। মৃতের নাম বোনু কোমালি (২১)। সোমবার তেলঙ্গানার হায়দারবাদে এক ভাড়াবাড়ি থেকে কোমালির

দেহ উদ্ধার হয় বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমের বাসিন্দা কোমালি। হায়দরাবাদের একটি বেসরকারি কলেজে বিজ্ঞানে স্নাতকস্তরে পড়াশোনা করছিলেন। গত ১১ মাস ধরে হায়দরাবাদে একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে একাই থাকছিলেন কোমালি। পড়াশোনার পাশাপাশি নানা রকম ভ্লগিং করতেন তিনি। ইউটিউবে তাঁর নিজস্ব একটি চ্যানেলও রয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, কোমালির মা বি সত্য বরালক্ষ্মী কুয়েতে কর্মরত। সোমবার সকালে মাকে হোয়াটঅ্যাপে একটি মেসেজ পাঠান কোমালি। সেখানে তিনি লেখেন, "মা, তোমাকে খুব ভালবাসি। ভাইয়ের খেয়াল রেখো।" কোমালির মায়ের দাবি, এই মেসেজ পাওয়ার পরই তিনি কন্যাকে ফোন করেন। কিন্তু ফোন বন্ধ ছিল। অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন বরালক্ষ্মী। তিনি কোমালির এক বন্ধুকে ফোন করে ঘটনাটি জানান। সেই বন্ধু কোমালির ভাড়াবাড়িতে যান বিকেলে। বার বার ডেকেও কোমালির সাড়া পাননি। সন্দেহ হওয়ায় তিনি বাড়ির মালিককে জানান। খবর দেওয়া পুলিশেও। স্থানীয় থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সিএইচ বেঙ্কান্না জানিয়েছেন, ঘরের দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকতেই তরুণীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। প্রাথমিক ভাবে পুলিশের সন্দেহ, কোনও প্রণয়ঘটিত সম্পর্ক নিয়ে মানসিক চাপে ছিলেন কোমালি। তাঁর সঙ্গে এক সফঅয়্যার ইঞ্জিনিয়ারের পরিচয় ছিল। তাঁরা দু'জনে একসঙ্গে ইউটিউব চ্যানেল চালাতেন। পরিচিতদের কাছ থেকে পুলিশ জানতে পেরেছে, সম্প্রতি তাঁদের মধ্যে সম্পর্কের টানাপড়েন চলছিল। মাস ছয়েক আগেও কোমালি আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন। তবে ঠিক কী কারণে কোমালি আত্মঘাতী হলেন, সেই কারণ অনুসন্ধান করছে পুলিশ।

ইরানের চাবাহার বন্দরের জন্য চলতি বছরে কোনও অর্থ বরাদ্দ করেনি ভারত !

নয়াদিল্লি ঃ ইরানের চাবাহার বন্দরের জন্য চলতি অর্থবর্ষে কোনও অর্থ বরাদ্দ করেনি ভারত। আর তা নিয়ে হতাশা প্রকাশ করল তেহরান। বুধবার 'ইন্ডিয়া টুডে'-কে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি এই সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরে বলেন, "আমার মনে হয় ইরান এবং ভারত, দুই দেশের জন্যই এটা হতাশাজনক।"ভারতের জন্য চাবাহার বন্দরের গুরুত্বের কথাও তুলে ধরেন ইরানের বিদেশমন্ত্রী। তিনি বলেন, "প্রধানমন্ত্রী মোদী এক সময় বলেছিলেন, চাবাহার এমন একটি সোনার দরজা (গোল্ডেন গেট), যা ভারত মহাসাগরীয় এলাকাকে মধ্য এশিয়া, ককেসাস এবং ইউরোপের সঙ্গে যুক্ত করবে। কৌশলগত দিক থেকে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বন্দর। যদি এটা পুরোপুরি তৈরি হয়ে যায়, তা হলে এটা ভারত থেকে মধ্য এশিয়া হয়ে ইউরোপের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।" ইরানের দক্ষিণ উপকূলে সিস্তান-বালোচিস্তান অঞ্চলে অবস্থিত চাবাহার বন্দর কৌশলগত ভাবে ভারতের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে পাকিস্তানের সঙ্গে উত্তেজনার মধ্যে এই বন্দরের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পেয়েছে ভারতের কাছে। পাকিস্তানকে এড়িয়ে আফগানিস্তান-সহ মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন দেশ, ইউরোপ এবং রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যের জন্য চাবাহার ভারতের কাছে কৌশলগত দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। তেহরানের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে এই বন্দর প্রকল্পে কাজ চালাচ্ছে নয়াদিল্লি।কিন্তু এখন ইরান এবং আমেরিকার মধ্যে কূটনৈতিক উত্তেজনা বৃদ্ধি পেয়েছে। ইরানে হামলা চালাতে পারে আমেরিকা, এমনও আশঙ্কা করছেন অনেকে। এই পরিস্থিতিতে এ বারের কেন্দ্রীয় বাজেটে চাবাহার বন্দর প্রকল্পের জন্য নতুন করে কোনও বরাদ্দ ঘোষণা করা হয়নি। গত কয়েক বছর ধরে ইরানের দক্ষিণ উপকূলের এই বন্দর প্রকল্পের জন্য বার্ষিক অর্থবরাদ্দ করে আসছিল ভারত। প্রতি বছর ১০০ কোটি টাকা করে বরাদ্দ করা হচ্ছিল এই প্রকল্পের জন্য। এ বার তা থেকে বিচ্যুতি ঘটেছে।

অন্য দিকে, গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে ইরানের উপরে আর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। চাবাহার বন্দর প্রকল্পে বিনিয়োগের জন্যও ভারতের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছেন তিনি। যদিও পরে দিল্লিকে ছ'মাস সময় দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। ট্রাম্পের ওই 'ছাড়'-এর মেয়াদ ফুরোচ্ছে আগামী এপ্রিলে।গত মাসেই বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জানিয়েছিলেন, চাবাহার বন্দর প্রকল্প নিয়ে আমেরিকার সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছে ভারত। জয়সওয়াল ওই সময়ে বলেছিলেন, "আপনারা জানেন, গত ২৮ অক্টোবর আমেরিকার পক্ষ থেকে চাবাহার ব্যবহার নিয়ে শর্তসাপেক্ষে ছাড় দিয়েছিল। তার মেয়াদ রয়েছে এই বছরের ২৬ এপ্রিল পর্যন্ত। আমরা এই বিষয়ে আমেরিকার সঙ্গে কথা বলছি ও কী ব্যবস্থা করা যায় তা দেখা হচ্ছে।"

উর্দিধারী বনাম উর্দিধারী !

সারা রাত সংঘাতের পর ভোরে ধৃত তিন কংগ্রেস কর্মীকে হিমাচল থেকে নিয়ে গেল দিল্লি পুলিশ

নয়াদিল্লি ঃ পুলিশ বনাম পুলিশ। বুধবার দুই পুলিশের মধ্যে প্রায় বেনজির সংঘাতের সাক্ষী ছিল হিমাচল প্রদেশ। রাতভর সেই সংঘাতের পর হিমাচল প্রদেশ থেকে ধৃত তিন যুব কংগ্রেস কর্মীকে নিয়ে দেশের রাজধানীর উদ্দেশে রওনা দিল দিল্লি পুলিশ। বৃহস্পতিবার ভোর ৫টা ৫৫ মিনিটে শিমলা জেলার রোহরু থেকে তিন অভিযুক্তকে ধরে নিয়ে গিয়েছে তারা।

দিল্লির আন্তর্জাতিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) সম্মেলনে ঢুকে খালি গায়ে বিক্ষোভ দেখানোর অভিযোগ উঠেছিল কংগ্রেস কর্মীদের বিরুদ্ধে। সম্মেলনে খালি গায়ে বিক্ষোভ দেখানোর অভিযোগে বুধবার হিমাচল প্রদেশ থেকে আরও তিন জন কংগ্রেস কর্মীকে গ্রেফতার করে দিল্লি পুলিশ। তা নিয়ে অশান্তি বাধে কংগ্রেস-শাসিত হিমাচলের পুলিশ ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নিয়ন্ত্রাণাধীন দিল্লি পুলিশের মধ্যে। বিনা অনুমতিতে এবং আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন না করে কী ভাবে ওই তিন জনকে হিমাচল থেকে দিল্লি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তা নিয়ে সরব হয় সে রাজ্যের পুলিশ। দিল্লি পুলিশের তিনটি গাড়ি আটক করে তারা। সূত্র মারফত জানা যায়, হিমাচল পুলিশ দিল্লি পুলিশের বিরুদ্ধে অপহরণের মামলা রুজু করে ২০ জন পুলিশকর্মীকে আটক করে। শিমলা এবং দিল্লি পুলিশ উভয়ই একে অপরের বিরুদ্ধে তদন্তে বাধা দেওয়ার অভিযোগও তোলে। বুধবার দিল্লি পুলিশের স্পেশ্যাল সেল হিমাচলের রোহরু থেকে সৌরভ, সিদ্ধার্থ এবং আরবাজ নামে তিন কংগ্রেস কর্মীকে গ্রেফতার করেছিল। অভিযোগ, ধৃতদের নিয়ে দিল্লি ফেরার সময়, হিমাচল পুলিশ শোগি সীমানায় তাদের গাড়ি আটকে দেয়। হিমাচল পুলিশের তরফে দাবি করা হয়, দিল্লি পুলিশ স্থানীয় থানাকে না জানিয়ে এবং কোনও আইনি নথি বা ট্রানজিট রিমান্ড ছাড়াই তিন জনকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাচ্ছিল। হিমাচল পুলিশ দিল্লি পুলিশের ২০ জন কর্মীর বিরুদ্ধে অপহরণের মামলাও রুজু করে। অন্য দিকে, দিল্লি পুলিশের তরফে দাবি করা হয়, তারা নিয়ম মেনেই স্থানীয় আদালত থেকে ট্রানজিট রিমান্ড পেয়েছিল। কিন্তু হিমাচল পুলিশ তদন্তে বাধা দিচ্ছে এবং ইচ্ছাকৃত ভাবে তাদের আটকে রেখেছে বলে অভিযোগ তোলা হয়।প্রসঙ্গত, গত ২০ ফেব্রুয়ারি কৃত্রিম মেধা সম্মেলন (এআই ইমপ্যাক্ট সামিট) চলাকালীন দিল্লির ভারত মণ্ডপমের ভিতরে প্রবেশ করে জামা খুলে বিক্ষোভ দেখান যুব কংগ্রেসের কয়েক জন কর্মী। তাঁদের জামায় যেমন প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সমালোচনা লেখা ছিল, তেমনই ছিল ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য-সমঝোতা ও সমালোচনা। নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন নীতির বিরুদ্ধে স্লোগান দেন তাঁরা। বস্তুত, ওই সময়ে কৃত্রিম মেধা সম্মেলনের জন্য দেশ-বিদেশের বিভিন্ন অতিথিরা ভারত মণ্ডপমে উপস্থিত ছিলেন। যুব কংগ্রেসের এমন বিক্ষোভ নিয়ে আগেই প্রশ্ন তুলেছে দিল্লির আদালত। সেই ঘটনায় যুব কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি উদয়ভানু চিবকে মঙ্গলবার গ্রেফতার করে পুলিশ। এর আগে যে সাত জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে শুরুতেই ধরা পড়েন চার জন। সোমবার মধ্যপ্রদেশের থালিয়র থেকে পাকড়াও করা হয় আরও তিন জনকে। উত্তরপ্রদেশ যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক হৃতিক ওরফে মন্টি শুক্লকেও ললিতপুর থেকে আটক করা হয়। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত মোট ১১ জনকে গ্রেফতার করেছে দিল্লি পুলিশ।

প্যালেস্টাইনি ভূখণ্ডে গড়ে ওঠা ইজরায়েলি বসতিতেও পরিষেবা দেবে মার্কিন দূতাবাস ! বন্ধুরাষ্ট্রের 'দখলদারি'তে ঘুরিয়ে সমর্থন ?

নয়াদিল্লি ঃ এ বার ওয়েস্ট ব্যাঙ্কের বিভিন্ন ইজরায়েলি বসতিতে পাসপোর্ট সেবা কেন্দ্র খুলছে আমেরিকা। বেশ কয়েকটি এমন ইজরায়েলি বসতিকে ইতিমধ্যে চিহ্নিতও করেছে জেরুসালেমের মার্কিন দূতাবাস। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ প্যালেস্টাইনি ভূখণ্ডে ইজরায়েলি পদক্ষেপ নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। এমন একতরফা পদক্ষপ 'বেআইনি' বলেও অভিযোগ উঠছে। এমন এক সময়ে আমেরিকার এই পাসপোর্ট সেবা কেন্দ্রগুলি খোলার সিদ্ধান্ত যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। অনেকেই মনে করছেন, এর মাধ্যমে বকলমে 'বন্ধুরাষ্ট্র' ইজরায়েলের পদক্ষেপকে সমর্থন জানাচ্ছে আমেরিকা।প্যালেস্টাইনি ভূখণ্ডে গজিয়ে ওঠা ইজরায়েলি বসতিতে পাসপোর্ট সেবা কেন্দ্র চালু করার বিষয়ে ইতিমধ্যে একটি বিবৃতি দিয়েছে জেরুসালেমের মার্কিন দূতাবাস। তারা জানিয়েছে, ওয়েস্ট ব্যাঙ্কের এফরাতে এমন একটি পরিষেবা কেন্দ্র চালু করা হবে। বস্তুত, এফরাত হল ওয়েস্ট ব্যাঙ্কে অন্যতম ক্রমবর্ধমান ইজরায়েলি বসতি। আমেরিকার দূতাবাসের বক্তব্য, সেখানে মার্কিন নাগরিকদের পাসপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা করা হবে। তবে সেখান থেকে কী কী পরিষেবা দেওয়া হবে, ওই কূটনৈতিক দফতরগুলি উপদূতাবাসের মতো কাজ করবে কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়।প্যালেস্টাইনি এই ভূখণ্ডের দিকে দীর্ঘ দিন ধরেই নজর রয়েছে ইজরায়েলের। ওয়েস্ট ব্যাঙ্কের বিভিন্ন এলাকা 'দখল' করে সেখানে ইজরায়েলি বসতি গড়ে তোলা হয়েছে। গত অক্টোবরেই অধিকৃত ওয়েস্ট ব্যাঙ্ককে ইজরায়েলের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য প্রস্তাব পাশ হয়েছে ইজরায়েলি পার্লামেন্টে। ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক ভূখণ্ডে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুদের এই একতরফা পদক্ষেপে আপত্তি রয়েছে বহু দেশের। কয়েক দিন আগেই নিজেদের আপত্তির কথা জানিয়ে একটি যৌথ বিবৃতি প্রকাশ করে শতাধিক দেশ।এরই মধ্যে গত শুক্রবার জেরুসালেমের মার্কিন দূতাবাস ঘোষণা করল, এফরাতে তারা মার্কিন নাগরিকদের জন্য পরিষেবা কেন্দ্র চালু করবে। রয়টার্স জানাচ্ছে, আগামী দিনে ওয়েস্ট ব্যাঙ্কের অন্য কিছু শহর, যেমন বেইতার ইলিত, রামাল্লায় এই ধরনের পরিষেবা কেন্দ্র চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে তাদের। 'নিউ ইয়র্ক টাইম' অবশ্য জানাচ্ছে, অতীতেও রামাল্লা এবং তায়েব শহরে এক দিনের জন্য এই ধরনের কনস্যুলার পরিষেবা দেওয়া হয়েছিল। যদিও আধিকারিকদের দাবি, এই প্রথম ওয়েস্ট ব্যাঙ্কের ইজরায়েলি বসতিতে এমন পরিষেবা দেওয়া হবে।

'নিউ ইয়র্ক টাইম' আরও জানাচ্ছে, আগামী দিনে ইজরায়েলের মূল ভূখণ্ডের কিছু শহর হাইফা, বেইত শেমেশ এবং নেতন্যাতেও এই ধরনের পরিষেবাকেন্দ্র খোলা হবে। বর্তমানে জেরুসালেমের মার্কিন দূতাবাস ইজরায়েলের দু'টি শহর থেকে পাসপোর্ট এবং কনস্যুলার পরিষেবা দেয়। তার মধ্যে একটি জেরুসালেমের দফতর থেকে। অন্যটি তেল আভিভের শাখা দফতর থেকে। তবে এখনও ওয়েস্ট ব্যাঙ্কে বহু ইজরায়েলি বাস করেন, যাঁদের দ্বৈত নাগরিকত্ব (আমেরিকা এবং ইজরায়েল উভয় দেশেরই নাগরিকত্ব) রয়েছে। মার্কিন দূতাবাসের এক মুখপাত্রের দাবি, ওই নাগরিকদের প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়ার জন্যই এই পরিষেবা কেন্দ্রগুলি চালু করা হচ্ছে। একই ভাবে যাঁদের আমেরিকান-প্যালেস্টাইনি দ্বৈত নাগরিকত্ব, তাঁদেরও ওয়েস্ট ব্যাঙ্কে একই পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে বলে জানান তিনি। এর সঙ্গে আমেরিকার নীতি পরিবর্তনের কোনও ব্যাপার নেই বলেই দাবি দূতাবাসের আধিকারিকদের।

কিউবার জলসীমান্তে অনধিকার প্রবেশ ফ্লোরিডার স্পিডবোটের, গুলির লড়াইয়ে নিহত ৪

নয়াদিল্লি ঃ কিউবার ভিলা ক্লারা প্রদেশে গুলির লড়াই নিহত ৪ আহত ৬। সংবাদ সংস্থা সূত্রে খবর, মঙ্গলবার কিউবার জল সীমান্ত এল পিনো চ্যানেলের কাছে ফ্লোরিডার একটি স্পিডবোট নজরে আসে সীমান্ত নিরাপত্তারক্ষীদের।

তাঁদের কাছে পরিচয় জানতে গেলে আচমকা স্পিডবোটের আরোহীরা গুলি চালানো শুরু করেন। প্রতি আক্রমণ করতে কিউবার নিরাপত্তারক্ষীরাও গুলি চালান। এই গুলির লড়াইয়ে স্পিডবোটের চারজন আরোহী প্রাণ হারান। জখম হন কিউবার এক কমান্ডার-সহ স্পিডবোটের বেশ কয়েক জন। আহতদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। এই গুলিকাণ্ডের বিষয়ে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আমেরিকার এক আধিকারিক জানান, ঘটনায় জড়িত স্পিডবোটটি অসামরিক নৌকা ছিল। কিউবা থেকে আত্মীয়দের বার করে আনার চেষ্টা করেছিলেন ওই আরোহীরা। এতে আমেরিকার নৌসেনা বা কোস্ট গার্ডের কোনও নৌকা ছিল না।

ভারতের প্রথম রাজ্য হিসেবে ত্রিপুরা এআই নীতি প্রবর্তন করবে: মুখ্যমন্ত্রী

খবরে প্রতিবাদ, ২৬ ফেব্রুয়ারি।। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা আজ ঘোষণা করেছেন যে অটল ইনোভেশন মিশন এবং নীতি আয়োগের সহায়তায় ত্রিপুরা একটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নীতি নিয়ে আসবে, যা এটি দেশের প্রথম এধরণের উদ্যোগ। তিনি বলেছেন, আগরতলা একটি স্মার্ট শহর হওয়ায় রাজ্য সরকার ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা সহ শহর পরিচালনার জন্য এআই-ভিত্তিক সলিউশন চালু করবে। কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী ড. জিতেন্দ্র সিং এর উপস্থিতিতে আজ আগরতলার হাপানিয়া আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী কেন্দ্রে ত্রিপুরায় স্টেট ইনোভেশন মিশনের সূচনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই ঘোষণা দেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা।

বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরায় রাজ্য উদ্ভাবন মিশন (স্টেট ইনোভেশন মিশন) হচ্ছে ত্রিপুরায় ভারতের প্রথম রাজ্য-স্তরের উদ্ভাবন মিশন — যা তারা আগে কখনও কল্পনাও করেন নি। আমরা প্রশাসনিক ও ব্যবসায়িক সংস্কার, ডিজিটাল শাসন এবং দূরদর্শী শিল্প ও স্টার্ট-আপ নীতির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছি। ত্রিপুরা দেশের একমাত্র রাজ্য যেখানে পুরো সরকার কাজ করছে মন্ত্রিপরিষদ এবং রাজ্য সচিবালয় থেকে শুরু করে ত্রি-স্তরীয় ভিলেজ কাউন্সিলের পাশাপাশি গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি যা সম্পূর্ণ কাগজবিহীন। আর সুশাসনের উদ্যোগের লক্ষ্য হচ্ছে জনগণকে অর্থনৈতিক সুযোগ প্রদান করা এবং যুবদের আকাঙ্ক্ষাকে উদ্যোগে রূপান্তর করা।

আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, এটা নীতি আয়োগ স্টেট সাপোর্ট মিশনের অংশ। এই উদ্যোগ রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে তাদের নির্দিষ্ট শক্তির উপর ভিত্তি করে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে স্থানীয় উদ্ভাবনী ইকোসিস্টেম তৈরি করতে সহায়তা করে। ত্রিপুরা স্টেট ইনোভেশন মিশন একটি অভিনব উদ্যোগ, যা অটল ইনোভেশন মিশন দ্বারা সমর্থিত একটি ইকোসিস্টেম তৈরি করতে সহায়তা করে। সেই সঙ্গে প্রতিভাবান উদ্যোগগুলিকে যত্ন করে, অত্যাধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণ করে এবং এসকল ধারণাগুলিকে প্রকল্পে রূপান্তরিত করে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা ইনস্টিটিউশন ফর ট্রান্সফরমেশন এবং তথ্য প্রযুক্তি দপ্তর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট কলকাতা, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি দিল্লি, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট ব্যাঙ্গালোর এবং টি-হাবের সাথে ত্রিপুরা স্টেট ইনোভেশন মিশন এবং টি-নেস্টের ধারণা ও প্রতিষ্ঠার জন্য সহযোগিতা করেছে। স্টেট ইনোভেশন মিশন এমন উদ্যোগগুলিকে লালন-পালন করবে যা কৃষি, সবুজ প্রযুক্তি, ডিজিটাল পরিষেবা, পর্যটন, স্বাস্থ্যসেবা এবং এর বাইরেও বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করবে। উত্তর-পূর্বে কৌশলগতভাবে অবস্থিত ত্রিপুরা একটি আঞ্চলিক উদ্ভাবন কেন্দ্র হিসেবে আত্মপ্রকাশের সম্ভাবনা রয়েছে, যা ভারতের বিকাশের দিশাকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অর্থনৈতিক করিডরের সাথে সংযুক্ত করে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, টি-নেস্ট স্টেট ইনোভেশন মিশনের কার্যকরী শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। টি-নেস্ট ক্যাম্পাসগুলিকে বাজারের সাথে সংযুক্ত করা, বিনিয়োগের ধারণা এবং প্রভাবের জন্য উদ্ভাবনের একটি সেতু হিসেবে কাজ করবে। টি-নেস্ট চানমারিতে গড়ে উঠতে চলা এয়ারটেল ডেটা সেন্টারে অত্যাধুনিক ইনকিউবেশন ইনোভেশন পার্কের সাথে সংযুক্ত হবে। সমস্ত আটটি জেলা জুড়ে উদ্ভাবন কেন্দ্র স্থাপন করা হবে এবং টি-নেস্ট-এর সাথে সংযুক্ত করা হবে।

ডাঃ সাহা বলেন, ত্রিপুরা তৃণমূল স্তরের উদ্ভাবকদের জন্য দেশের প্রথম ডিস্ট্রিক্ট ইনোভেটর ফেলোশিপ চালু করবে। অটল ইনোভেশন মিশন এবং নীতি আয়োগের সহায়তায়, ত্রিপুরা একটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নীতি প্রবর্তন করবে — যা হবে দেশের প্রথম এধরনের উদ্যোগ। আগরতলা একটি স্মার্ট শহর হওয়ায় আমরা ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ও শহর পরিচালনার জন্য এআই-ভিত্তিক সমাধান চালু করব। আমরা বিশ্বাস করি এই পদ্ধতি যানজট, পার্কিং সমস্যা, বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থাপনা, পানীয় জল সরবরাহ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, কঠিন ও তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং সম্পত্তি মূল্যায়নে সহায়তা করবে। আগরতলা শহরে পাবলিক সার্ভিস ডেলিভারি উন্নত করতে সেরা প্রযুক্তি প্রদানকারীরা এআই ব্যবহারের উপায় সমূহ শেয়ার করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্য সরকার ভারত সরকারের ইলেকট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রকের সহায়তায় ত্রিপুরা এআই সেন্টার অফ এক্সিলেন্স গড়ে তোলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

এর পাশাপাশি আমরা রাজ্যে আইটি, আইটিইএস, এবং ডেটা সেন্টার ইকোসিস্টেমকে উন্নীত করার লক্ষ্যে ত্রিপুরা আইটি এন্ড ডেটা ইকোনমিক জোন স্থাপন করার পরিকল্পনা করছি, যেহেতু সফওয়্যার উদ্যোগগুলির চাহিদা বাড়ছে রাজ্যে। আমরা একটি আইটি পার্ক স্থাপন করারও সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্যপ্রযুক্তি ও অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়, নীতি আয়োগের ভাইস চেয়ারম্যান সুমন বেরি, নীতি আয়োগের মেম্বার ভি.কে. সারস্বত, মুখ্যসচিব জে.কে. সিনহা, সচিব কিরণ গিত্যে সহ অন্যান্য পদস্থ আধিকারিকগণ।

ঘিলাতলীতে ভয়ংকর যান দুর্ঘটনা, প্রাণহানি থেকে অল্পেতে রেহাই

খবরে প্রতিবাদ, ২৬ ফেব্রুয়ারি।। *পড়ন্ত বিকেলে ঘিলাতলীর গোপীনাথ চৌমুহনী এলাকায় একটি ভয়ংকর যান দুর্ঘটনা ঘটেছে বৃহস্পতিবার। সৌভাগ্যক্রমে কোনো প্রাণহানি বা গুরুতর আহত হওয়ার ঘটনা ঘটেনি, তবে দুর্ঘটনার প্রভাবে মুহূর্তের মধ্যে পুরো এলাকা জুড়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, দ্রুতগামী এক বালু বহনকারী গাড়ির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এলাকার এক যুবকের ব্যক্তিগত ইকো গাড়ির সংঘর্ষ ঘটে। জানা গেছে, যুবকটি বাড়ির সামান্য দূরে একটি প্রশস্ত স্থানে তার গাড়ি ঘোরাচ্ছিল। ঠিক সেই সময় ট্রিপার গাড়ি পেছন দিক থেকে দ্রুত বেগে এসে ধাক্কা মারে। সংঘর্ষের কারণে ট্রিপার গাড়ির সামনের অংশ সহ ইকো গাড়িটিও প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। স্থানীয়দের মতামত, বালুবাহী ট্রিপার গাড়ির অতিরিক্ত গতি ও নিয়ন্ত্রণহীন চালনা এই দুর্ঘটনার মূল কারণ। কেউ কেউ আরও জানান, ঘটনার সময় ওই রাস্তা দিয়ে বিভিন্ন স্তরের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা এবং অভিভাবকরা যাতায়াত করছিলেন। তাদের নিরাপত্তা বিবেচনায় বড় ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো সত্যিই একটি সৌভাগ্য। এলাকার বাসিন্দারা থানা কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন, এই ধরনের দুর্ঘটনা রোধে বালুবাহী যানগুলোর গতিসীমা নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। পাশাপাশি এলাকার যানজট ও নিরাপত্তার জন্য স্থায়ী ব্যবস্থাও গ্রহণ করার দাবি উঠেছে।*

পচা গলা মিষ্টি বিক্রি করতে গিয়ে বিপাকে বিশাল গড়ের এক মিষ্টি ব্যবসায়ী

খবরে প্রতিবাদ, ২৬ ফেব্রুয়ারি।। বিশালগড়ে একটি মিষ্টির দোকানে আচমকা হানা দিয়ে পচা গলা মিষ্টি উদ্ধার করলো মহকুমা প্রশাসন। ঘটনায় অত্র বাজার এলাকা জুড়ে তীব্র গুঞ্জন তৈরি হয় মুহূর্তেই। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার দুপুরে। বিশালগড় বাজারে অবস্থিত এই মিষ্টির দোকানের মালিক এর নাম বিকাশ সাহা বলে জানা গেছে। বুধবার এক গ্রাহক তার দোকান থেকে মিষ্টি ক্রয় করে বাড়ি নিয়ে যায়। প্যাকেট খোলা মাত্রই তিনি হতবাক হয়ে পরেন। প্যাকেট থেকে বেরুচ্ছিল বিশ্রী গন্ধ। তার সাথে প্যাকেটে ছিল নষ্ট মিষ্টি এমনটাই অভিযোগ করেন তিনি। এই ঘটনার খবর ছড়িয়ে পরতেই মহকুমা প্রশাসন হানা দেন। দোকান টিতে তল্লাশি চালিয়ে নষ্ট মিষ্টি সহ সম্পূর্ণ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে মিষ্টি তৈরির বিষয়টি ও প্রশাসনের আধিকারিকদের চোখে ধরা পরে। এর পর দোকান মালিক কে জরিমানা ও করা হয়েছে। তাছাড়া এদিন আরও বেশ কিছু দোকানে অভিযান চালিয়েছেন আধিকারিকেরা। আগামী দিনেও গ্রাহকদের স্বাস্থ্য নিয়ে এধরণের খেলা চললে প্রশাসন আরও কঠোর পদক্ষেপ নেবে বলেই হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। এছারা এধরণের অভিযান বরাবর জারি রাখা হবে বলেও সাফ জানিয়েছেন ডিসিএম প্রসেনজিৎ দাস।

শিক্ষার্থীদের বাস্তব শিক্ষা !

খবরে প্রতিবাদ, ২৬ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্যের উচ্চশিক্ষা বিভাগ কলেজগুলোকে সরকারি অফিস, সমবায়, এনজিও এবং বেসরকারি উদ্যোগের সাথে সংযুক্ত করার জন্য একটি জেলা-স্তরের ইন্টার্নশিপ সমন্বয় সেল তৈরি করার কথা বিবেচনা করতে পারে। এটি কয়েকটি সংস্থার উপর চাপ কমাবে এবং শিক্ষার্থীদের শেখার পরিবেশের বিস্তৃত পছন্দ প্রদান করবে বলেও অভিমত ব্যক্ত করেছেন অনেকেই।অতিরিক্তভাবে, ভ্রমণ ভাতা বা মৌলিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার মতো আর্থিক এবং লজিস্টিক সহায়তা বিবেচনা করা উচিত, বিশেষ করে গ্রামীণ পটভূমি থেকে আসা শিক্ষার্থীদের জন্য ইন্টার্নশিপ সার্টিফিকেটগুলোতে বিশ্ববিদ্যালয় এবং ভবিষ্যতের নিয়োগকর্তাদের দ্বারা স্বীকৃত মানসম্মত ফর্ম্যাটও থাকতে হবে।নেতাজি সুভাষ মহাবিদ্যালয়ের এই উদ্যোগটি শিক্ষা সংস্কারের দিকে একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ প্রতিফলিত করে, তবে এর সাফল্য কলেজ এবং আয়োজক সংস্থাগুলির মধ্যে পদ্ধতিগত সমন্বয়ের উপর নির্ভর করবে। সতর্ক পরিকল্পনা, পর্যবেক্ষণ এবং নীতি সহায়তার মাধ্যমে, ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামটি শিক্ষার্থীদের মধ্যে কর্মসংস্থানযোগ্যতা, আত্মবিশ্বাস এবং ব্যবহারিক জ্ঞান উন্নত করার জন্য একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে।এই প্রোগ্রামের গঠনমূলক বাস্তবায়ন কেবল এনইপি প্রয়োজনীয়তা পূরণ করবে না বরং শিক্ষা এবং বাস্তব জগতের মধ্যে সেতুবন্ধনকেও শক্তিশালী করবে।এটাও ঘটনা সময়ের সঙ্গে পঠনপাঠন আর শিক্ষার্থীদের জন্য সময়োপযোগী পদক্ষেপে দারুণ সাড়া। উদয়পুর নেতাজী সুভাষ মহাবিদ্যালয় এক অনন্য উদাহরণ রাখলো যা অন্যদেরও আকৃষ্ট করতে পারে।বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে বাংলা মেজর শিক্ষার্থীদের জন্য কাঠামোগত ইন্টার্নশিপের গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে।নতুন শিক্ষানীতি অর্থাৎ এনইপি-২০২০ কোর্স কাঠামো অনুসারে উদয়পুরের নেতাজি সুভাষ মহাবিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের চতুর্থ সেমিস্টারের শিক্ষার্থীদের ১২০ ঘন্টার বাধ্যতামূলক ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম সম্পন্ন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কলেজ কর্তৃপক্ষ আনুষ্ঠানিকভাবে বাগমা এগ্রি প্রডিউসার কোম্পানি লিমিটেডকে এই শিক্ষার্থীদের জন্য ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামের অনুমতি এবং পরিচালনা করার জন্য অনুরোধ করেছে। যা একাডেমিক শিক্ষাকে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার সাথে সংযুক্ত করার দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।এই উদ্যোগের লক্ষ্য হলো শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে শিক্ষাদানের বাইরে বাস্তব জীবনের কাজের অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা বিকাশ প্রদান করা। ডঃ অর্চনা দত্তপথ, ডঃ শঙ্করী দাস এবং পার্থ সারথি চক্রবর্তী সহ অনুষদ সদস্যদের শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা দেওয়ার জন্য এবং সঠিক সার্টিফিকেশন পদ্ধতি নিশ্চিত করার জন্য পরামর্শদাতা হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। যদিও এই পদক্ষেপটি এনইপি২০২০র প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত করে, এটি কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য তাৎক্ষণিক মনোযোগের প্রয়োজন এমন বেশ কয়েকটি চ্যালেঞ্জও তুলে ধরে।শিক্ষাবিদ এবং অভিভাবকরা এই প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানিয়েছেন কিন্তু একটি সুগঠিত ইন্টার্নশিপ কাঠামোর গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছেন। বর্তমানে অনেক প্রতিষ্ঠান উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করতে, শিক্ষার্থীদের ভূমিকা নির্ধারণ করতে এবং ইন্টার্নশিপগুলো একাডেমিক উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা নিশ্চিত করতে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। সঠিক পরিকল্পনা ছাড়া, ইন্টার্নশিপগুলো অর্থপূর্ণ শেখার অভিজ্ঞতার পরিবর্তে কেবল আনুষ্ঠানিকতা হয়ে ওঠার ঝুঁকিতে রয়েছে।বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দিচ্ছেন যে বিএপিসিএল”র মতো হোস্ট সংস্থাগুলোকে শিক্ষার্থীদের দায়িত্ব, কর্মঘন্টা এবং প্রত্যাশিত ফলাফল সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশিকা দিয়ে সমর্থন করা উচিত।উপস্থিতি ট্র্যাকিং, পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন এবং ভাষা দক্ষতা, যোগাযোগ, ডকুমেন্টেশন এবং সম্প্রদায়ের সাথে যোগাযোগ সম্পর্কিত ব্যবহারিক অ্যাসাইনমেন্ট সহ একটি সুপরিকল্পিত মডিউল বাংলা প্রধান শিক্ষার্থীদের জন্য ইন্টার্নশিপকে আরও উপকারী করে তুলতে পারে।আরেকটি উদ্বেগের বিষয় হল ক্রমবর্ধমান সংখ্যক শিক্ষার্থীকে থাকার জন্য সীমিত সংখ্যক অংশীদার প্রতিষ্ঠান উপলব্ধ। যা শিক্ষার্থীদের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।

ত্রিপুরা পুলিশ সপ্তাহে 'রান ফর নেশা মুক্তি ত্রিপুরা', উমাকান্ত মাঠে ব্যাপক সাড়া

খবরে প্রতিবাদ, ২৬ ফেব্রুয়ারি।। ত্রিপুরা পুলিশ সপ্তাহ উপলক্ষে আগরতলার উমাকান্ত মাঠ প্রাঙ্গণে আয়োজিত হল 'রান ফর নেশা মুক্তি ত্রিপুরা' শীর্ষক ম্যারাথন দৌড়। যুব সমাজকে মাদকাসক্তির করাল গ্রাস থেকে দূরে রাখার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ বলে জানায় পুলিশ প্রশাসন। এদিন সকালে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন ত্রিপুরা পুলিশের মহা নির্দেশক অনুরাগ ধনকর। উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ মহা নির্দেশক জি কে রাও, পশ্চিম জেলার জেলাশাসক বিশাল কুমার-সহ অন্যান্য প্রশাসনিক ও পুলিশ আধিকারিকরা।

এই উপলক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মহা নির্দেশক অনুরাগ বলেন, রাজ্যের যুবক-যুবতীদের নেশার অভ্যাস থেকে বিরত রাখতে এবং সুস্থ সমাজ গঠনের লক্ষ্যে ত্রিপুরা পুলিশ ধারাবাহিকভাবে সচেতনতা কর্মসূচি গ্রহণ করছে। 'রান ফর নেশা মুক্তি' সেই প্রচেষ্টারই অংশ। অন্যদিকে, পুলিশ সপ্তাহকে কেন্দ্র করে আগরতলার রবীন্দ্রভবন-এ আয়োজন করা হয় এক আর্ট প্রতিযোগিতার। সেখানে ছাত্রছাত্রীরা মাদকবিরোধী বার্তা তুলে ধরে চিত্রাঙ্কনের মাধ্যমে সমাজকে সচেতন করার প্রয়াস নেয়। পুলিশের এই বহুমুখী উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন শহরবাসী।

ট্রিপারের ধাক্কায় মর্মান্তিক মৃত্যু সাইকেল আরোহীর, চাঞ্চল্য

সংবাদ প্রতিনিধি,আগরতলা ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ ট্রিপারের ধাক্কায় মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে এক বাইসাইকেল আরোহীর। আজ সকালে ভাটি অভয়নগর এলাকায় ওই যান দূর্ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এদিকে, এলাকাবাসী ঘাতক গাড়ি চালকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন।

জানা যায়, আজ সকালে ভাটি অভয়নগর এলাকার বাসিন্দা দীপক দেব সাইকেলে করে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই সময় দ্রুতগতির একটি ট্রিপার পিছন দিক থেকে এসে সাইকেলটিকে ধাক্কা মারে। ধাক্কার জোরে রাস্তার উপর ছিটকে পড়ে গুরুতর জখম হন তিনি। কিছুক্ষণের মধ্যেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন তিনি। এদিকে, স্থানীয়রা ঘাতক গাড়ির চালককে আটক করে। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। চালককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে এবং ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। এলাকাবাসীদের অভিযোগ, গাড়ির চালক মদমত্ত অবস্থায় ছিলেন। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

স্পনসর স্কিম ইস্যুতে হতাশ একটা বিরাট আবেদনকারী

খবরে প্রতিবাদ, ২৬ ফেব্রুয়ারি।। স্পনসর স্কিম নিয়ে হতাশ একটা অংশ। তাদেরও দাবি সরকারের আধিকারিকরা অস্বীকার করছে না।বরং সরকারি তথ্যও চরম হতাশ করছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জুন ২০২৫ পর্যন্ত পিএমইজিপির অধীনে ৮৪টি মামলা স্পনসর করা হয়েছিল, কিন্তু মাত্র ১৫টি মামলা মঞ্জুর করা হয়েছিল যার মধ্যে ১০৪.৩৯ লক্ষ টাকা ঋণ ছিল।উদ্বেগজনকভাবে, মাত্র ৪টি মামলা বিতরণ করা হয়েছিল, যার পরিমাণ ১৮.৯৮ লক্ষ টাকা। এর অর্থ হল স্পনসর করা আবেদনের ৫ শতাংশেরও কম আবেদনের ফলে প্রকৃত আর্থিক সহায়তা সুবিধাভোগীদের কাছে পৌঁছেছে। এই পরিস্থিতি ব্যাংকিং প্রক্রিয়ায় একটি গুরুতর বাধা প্রতিফলিত করে এবং দ্রুত মূল্যায়ন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে।সংস্থাভিত্তিক তথ্য আরও দেখায় যে ব্যাংকিং খাতে অসম অংশগ্রহণ।সরকারি খাতের ব্যাংকগুলো বেশিরভাগ স্পন্সর এবং অনুমোদিত মামলার জন্য দায়ী ছিল, যেখানে বেসরকারি খাতের ব্যাংক এবং সমবায় ব্যাংকগুলো ন্যূনতম অংশগ্রহণ দেখিয়েছে। এই ভারসাম্যহীনতা জাতীয় কর্মসংস্থান প্রকল্প বাস্তবায়নে কিছু ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দুর্বল সমন্বয় এবং জবাবদিহিতার অভাবকে নির্দেশ করে।স্বালম্বন প্রকল্পের কর্মক্ষমতাও মিশ্র ফলাফল উপস্থাপন করে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে, ৪,০০০ মামলার লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে ৪,২৫০টি স্পন্সর করা হয়েছিল এবং ১,৩৬০টি অনুমোদিত হয়েছিল। তবে, মাত্র ৫৮৮টি মামলা বিতরণ করা হয়েছিল। যদিও অনুমোদনের সংখ্যা যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হচ্ছে, বিতরণের হার প্রায় ৩৪ শতাংশে কম, যার ফলে অনেক অনুমোদিত আবেদনকারী আর্থিক সহায়তার জন্য অপেক্ষা করছেন। প্রত্যাখ্যাত এবং বিচারাধীন মামলার একটি উচ্চ সংখ্যক পদ্ধতিগত বিলম্ব এবং সুবিধাভোগী প্রস্তুতি এবং ডকুমেন্টেশনে সম্ভাব্য ফাঁকের দিকেও ইঙ্গিত করে।গঠনমূলকভাবে, তথ্য আবেদনকারীদের জন্য উন্নত আর্থিক সাক্ষরতা এবং হ্যান্ডহোল্ডিং সহায়তার প্রয়োজনীয়তার ইঙ্গিত দেয় যাতে প্রস্তাবগুলো ব্যাংকের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে। জেলা কর্তৃপক্ষ, ব্যাংক এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলির মধ্যে নিয়মিত পর্যালোচনা সভা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করা উচিত যাতে বাধাগুলো চিহ্নিত করা যায় এবং সময়সীমার মধ্যে মামলা নিষ্পত্তি নিশ্চিত করা যায়। এই প্রকল্পগুলোতে আরও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য বেসরকারি এবং সমবায় ব্যাংকগুলোকে উদ্বুদ্ধ করার উপর বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত।তদুপরি, স্পনসরশিপ থেকে বিতরণ পর্যন্ত আবেদনগুলোর ডিজিটাল ট্র্যাকিং স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করতে পারে। প্রকল্পের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি মূল্যায়ন সম্পর্কে ব্যাংক কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অপ্রয়োজনীয় প্রত্যাখ্যান কমাতেও সাহায্য করতে পারে। সরকারি স্পনসরড স্কিমগুলো ত্রিপুরায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। তবে, স্পনসরশিপ এবং বিতরণের মধ্যে ব্যবধান সংকুচিত না হলে, এই স্কিমগুলোর আসল উদ্দেশ্য অপূর্ণই থেকে যাবে। রাজ্যের উচ্চাকাঙ্ক্ষী উদ্যোক্তা এবং বেকার যুবকদের জন্য নীতিগত উদ্দেশ্যকে বাস্তব সুবিধায় রূপান্তরিত করার জন্য সমস্ত অংশীদারদের কাছ থেকে একটি সমন্বিত এবং প্রতিক্রিয়াশীল পদ্ধতি অপরিহার্য।ত্রিপুরায় সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকল্পের কার্যকারিতা নিয়ে ধীরগতি এবং নিম্ন মঞ্জুরির হার উদ্বেগের কারণ।সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকল্পের বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি কর্মসূচি এবং স্বলম্বন প্রকল্পের সর্বশেষ কর্মক্ষমতা পর্যালোচনায় ত্রিপুরায় লক্ষ্যমাত্রা, পৃষ্ঠপোষকতা, মঞ্জুরি এবং ঋণের প্রকৃত বিতরণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যবধান দেখা গেছে। যদিও উদ্যোগগুলো স্ব-কর্মসংস্থান এবং উদ্যোক্তা তৈরির লক্ষ্যে কাজ করে, বাস্তবায়নের ধীর গতি জরুরি সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি করে। আবার সরকারের পাশাপাশি অনেকাংশে ব্যাংকগুলোর অতি বেশি নিয়মাবলি অনেককে ক্ষুব্ধও করছে।

নির্বাচনের ফেরিওয়ালা পাহাড়ের রাজনীতিতে !

খবরে প্রতিবাদ, ২৬ ফেব্রুয়ারি।। পাহাড় রাজনীতির প্রেক্ষিতে ফেরিওয়ালা ময়দানে। কখনো তিপ্রাসা আবার সবার কাছে পৌঁছে যাওয়ার কৌশল। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে এডিসির সাধারণ নির্বাচন নিয়ে জোর চর্চা চলছে। ভোটের প্রস্তুতি চূড়ান্ত বিজেপির। মুখ্যমন্ত্রী ডা মানিক সাহা বলেছেন বর্তমান সরকার প্রকৃত অর্থে জনজাতি অংশের মানুষের কল্যাণে কাজ করতে চায়।বর্তমানে এডিসির মধ্যে শুধু লুটের রাজত্ব চলছে, ২৮টি আসনে বিজেপিকে জয়ী করতে হবে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী ডা সাহা বলেন রাজ্যের বর্তমান সরকার প্রকৃত অর্থে জনজাতি অংশের মানুষের কল্যাণে কাজ করতে চায়।আর বর্তমানে এডিসির মধ্যে শুধু লুটের রাজত্ব চলছে।তাই এডিসিতে সত্যিকারের অর্থে উন্নয়ন চাইলে আগামীতে ২৮টি আসনে বিজেপিকে জয়যুক্ত করতে হবে। একের পর এক এডিসি এলাকায় কর্মসূচি জারি রেখেছেন সরকার প্রধান। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, এতদিন ধরে আপনারা দেখেছেন যে জনজাতিদের জন্য কে ভাবে? অটল বিহারী বাজপেয়ী যখন প্রথম বার প্রধানমন্ত্রী হন তখন কেন্দ্রে আলাদাভাবে জনজাতিদের জন্য কোন দপ্তর ছিল না।সেই সময়ই জনজাতিদের জন্য প্রথম আলাদা দপ্তর খোলা হয়। আর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদি দায়িত্ব গ্রহণের পর জনজাতিদের উন্নয়নের লক্ষ্যে আরো জোরদার কাজ শুরু হয়। আজ আমাদের দেশের মধ্যে শুধু কথায় নয়, কাজের মাধ্যমে পরিচয় হচ্ছে। উড়িষ্যার এক প্রত্যন্ত এলাকার জনজাতি মহিলা দ্রৌপদী মুর্মুকে দেশের রাষ্ট্রপতি করা হয়েছে। আমাদের ত্রিপুরার রাজ পরিবারের সুযোগ্য সন্তান যিনি উপ মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, তাঁকে এখন তেলেঙ্গানার মতো বড় রাজ্যের রাজ্যপাল হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আমি কিছুদিন আগে একজন জনজাতি ব্যক্তিত্বকে ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত করেছি। সেখানে তিনজন মেম্বারের মধ্যে এক জনজাতি মহিলাকে মেম্বার হিসেবে দায়িত্ব দিয়েছি।আমরা প্রকৃত অর্থে জনজাতি অংশের মানুষের কল্যাণে কাজ করতে চাই।মানুষকে বোকা বানানোর জন্য থানসা থানসা বলা হচ্ছে। আসলে কাজের কাজ কিচ্ছু নয়। শুধু নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য এধরণের ভুল বোঝানোর চেষ্টা চলছে। এডিসির মধ্যে এখন শুধু লুটের রাজত্ব চলছে। কে কত বেশি লুট করবে সেই রাজ চলছে সেখানে। যারা সেখানে অডিট করতে গেছেন সেই সমস্ত রিপোর্ট আমার কাছে আছে। আমরা সবাই জানি সেখানে কি হচ্ছে।সত্যিকারের অর্থে এডিসির উন্নয়ন চাইলে আগামীদিন ২৮টি আসনে ভারতীয় জনতা পার্টিকে জয়যুক্ত করুন। আর সেটা সম্ভব যদি আপনারা আমাদের উপর, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উপর আস্থা ও বিশ্বাস রাখেন। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা আরো বলেন, আমাদের সরকার আসার আগে ঐতিহ্যবাহী গড়িয়া পূজার জন্য মাত্র একদিনের ছুটি ছিল। গড়িয়া পুজোতে মানুষ যাতে আরো আনন্দ উপভোগ করতে পারে সেজন্য আমরা দুদিনের ছুটির ঘোষণা দিয়েছি। সংগ্রংমা পুজোর দিনে একদিনের রেস্ট্রিক্টেড ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। জনজাতি অংশের ছেলেমেয়েদের গুণগত মানের শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী আমাদের ২১টি একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল দিয়েছেন। এরমধ্যে ১২টি শুরু হয়েছে। আরো ৬টি মার্চ মাস থেকে শুরু হয়ে যাবে। বাকিগুলোর কাজও শেষ হয়ে যাবে। আমি নিজেও দিল্লিতে গিয়ে আরো ১৫টি একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল দেওয়ার জন্য দাবি করে এসেছি।মুখ্যমন্ত্রী তাঁর আলোচনায় বলেন, মিজোরাম থেকে উদ্বাস্তু হয়ে আসা রিয়াং শরণার্থীরা সুদীর্ঘ বছর ধরে কি দুর্বিষহ জীবন যাপন করেছে।আমাদের সরকার আসার তাদের প্রায় ৮০০ কোটি টাকার প্যাকেজ দিয়ে রাজ্যের ১২টি জায়গায় পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাদের জন্য স্কুল, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, পানীয় জল, রাস্তাঘাট সহ সমস্ত সুযোগ সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার থাকার কারণে সেটা একমাত্র সম্ভব হয়েছে। আপনারা সবাই জানেন যে কমিউনিস্টরা রাজ্যের মহারাজাদের ঘরে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। আর এখন যারা আমাদের কিছু দেয়নি বলে হৈচৈ করছে, তারা কিন্তু সিপিএমের আমলে রা শব্দ করেনি। শুধু ঘরের ভেতর বসেছিল। আজকে আমরা গণতন্ত্র দেওয়ায় তারা বাইরে বেরিয়ে এসেছে। আর বড় বড় কথা বলছেন। কিন্তু আগে কোথায় ছিল? আমরা মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের নামে আগরতলা এয়ারপোর্টের নামকরণ করেছি। মুখ্যমন্ত্রী ডা সাহা একাধিক জায়গায় কর্মসূচি সংগঠিত করেছেন। আসন্ন এডিসি সাধারণ নির্বাচনকে সামনে রেখে কর্মসূচি জোরালো করেছে বিজেপি শিবির। তার পাশাপাশি আলোচনায় উঠে এসেছে বিজেপির আমলে সরকারের কাজকর্ম। আবার পাল্টা জবাবও দেওয়া হচ্ছে।বিজেপির একের পর এক কর্মসূচির মাধ্যমে প্রচার জোরদার করা হয়েছে। কিন্তু মানুষকে বোকা বানানোর ধান্ধায় নতুন কৌশলে আবার ভোটারদের শ্রেণি বিভক্ত করা হয়েছে।তবে জবাবের রাজনীতিতে ময়দানে সরকার প্রধান!

অমিত শাহের কুশপুতুল জ্বালিয়ে দিল্লীতে ছাত্রী নির্যাতনের প্রতিবাদ জানালো মহিলা কংগ্রেস

খবরে প্রতিবাদ, ২৬ ফেব্রুয়ারি।। পড়াশুনা করার স্বপ্ন নিয়ে দিল্লীতে পাড়ি জমানো রাজ্যের ১৯ বছর বয়সী এক তরুণী কেপ্রতারণার শিকার হয়ে চরম ভাবে নির্যাতিত হতে হয় দিল্লীর গুরগাও স্থিত একটি আবাসনে। জানা গেছে তার রুম পার্টনারই নাকি তার এই অবস্থা করেছে। দিল্লীর মত জায়গাতে নিরাপত্তা বিহীন মেয়েরা, এই ইস্যু কে কেন্দ্র করেই উত্তাল পরিস্থিতি দেশে। বিশেষ করে ত্রিপুরায় এই ঘটনা কে কেন্দ্র করে প্রদেশ কংগ্রেস এর পক্ষ থেকে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। দফায় দফায় এই ঘটনা কে কেন্দ্র করে বিক্ষোভ রত রাজ্যের বিরোধী শিবির গুলো।

এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানের পাশাপাশি ত্রিপুরা তেও কংগ্রেস এর আন্দোলন জারি রয়েছে। বৃহস্পতিবার প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এক বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয় কংগ্রেস ভবনের সামনে। মোদী সরকারের বিরুদ্ধে শ্লোগানে মুখরিত হয়কংরেস এর নারী নেত্রীরা। স্বরাষ্ট্র মন্ত্র অমিত শাহের কুশপুতুল দাহ করা হয়। কর্মসূচি নিয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন কংগ্রেস নেত্রী শর্বাণী দে। বিজেপি শাসিত রাষ্ট্রে কেন বারবার নির্যাতিত হচ্ছেন মহিলারা ? প্রশ্ন তুললেন শর্বাণী দে। কেবল ত্রিপুরা, দিল্লী নয় পার্শ্ববর্তী আসাম রাজ্যেও এক গর্ভবতী মহিলা কে নির্যাতন করে তার স্বামী কে গুরুতর ভাবে আহত করেছে দুর্বৃত্তরা। এই সব কিছুই হচ্ছে বিজেপি শাসিত রাজ্য গুলিতে, এমনটাই অভিযোগ তুলেছেন নারী নেত্রী। বিজেপি শাসিত ভারতে নারীরা কতটা নিরাপত্তা হীন তা বুঝে গেছে মানুষ। তাই এই সরকার কে আগামী দিন মানুষ কঠিন জবাব দেবে। এমনটাই বার্তা দিলেন শর্বাণী দে।

সত্ত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক - শ্রী অভিজিৎ দেবনাথ, মুদ্রণ প্রেস রামনগর রোড নং-৪, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা থেকে মুদ্রিত এবং পূর্ব যোগেন্দ্রনগর, দত্তপাড়া, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম থেকে প্রকাশিত।
Printed by Sri. Abhijit Debnath, Owner and Publisher Sri. Abhijit Debnath, **Printed at :** Mudran Press Ramnagar Road No-4, Agartala, Tripura (West), Pin-799002,
Published at : East Jogendranagar, Agartala, Tripura (West), **Editor :** Sri Abhijit Debnath, Mob : 6009513751